দুই টাকা

পরিচয়

পরিতোষ	...	...	জহর গাঙ্গুলী
সাধুচরণ	...	...	শ্যাম লাহা
মহিম	...	...	বঙ্কিম দত্ত
ইন্‌স্পেক্টর	...	...	ধীরেন চট্টোপাধ্যায়
শশাঙ্ক	...	...	সুশীল রায়
বাড়ীওয়ালা	...	...	কুঞ্জ সেন
বিজয়া	...	...	সরযূবালা
সুমিত্রা	...	...	অঞ্জলি রায়

কালো টাকা

প্রথম অঙ্ক

পরিতোষের বসিবার ঘর। যুদ্ধের বাজারে পরিতোষ হঠাৎ অনেক টাকা করিয়াছে। নতুন বাড়ীটি নতুন আসবাব-পত্রে ভালো করিয়া সাজাইয়াছে। পরিতোষ একখানি আরাম-আসনে গা ঢালিয়া দিয়া চুরুট টানিতেছে। দূরে আর একখানি আসনে বিজয়া নিবিষ্ট মনে চরকায় সূতা কাটিতেছে। বিজয়া পরিতোষের স্ত্রী। সুন্দরী। বয়েস বাইশ। পরিতোষ এক একবার স্ত্রীর দিকে চাহিতেছে আর ভ্রূকুটি করিতেছে। হঠাৎ এক সময় সোজা হইয়া বসিয়া চুরুটটা য়্যাস-ট্রের ভিতর ফেলিয়া দিয়া কহিল :

পরিতোষ। অসম্ভব! অসম্ভব!

বিজয়া মুখ তুলিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল :

বিজয়া। কি অসম্ভব?

পরিতোষ। এই বাড়ীতে থাকা।

বিজয়া। সে কি! এত খরচা করে বাড়ী তৈরি করলে, মনের মতোটি করে সাজালে?

পরিতোষ। সবই ব্যর্থ হয়ে গেল!

বিজয়া। দুঃখের কথা।

আবার চরকায় মন দিল।

পরিতোষ। দুঃখের কথা!

বিজয়া। নয় কি ?

পরিতোষ উঠিয়া পায়চারি করিতে লাগিল। বিজয়া আবার চরকায় মন দিল। হঠাৎ এক সময় পরিতোষ বেগে অগ্রসর হইয়া বিজয়ার সাম্নে গিয়া দাঁড়াইল।

পরিতোষ। আমার সব শ্রম, সব আয়োজন, এমন করে কেন তুমি ব্যর্থ করে দাও ?

বিজয়া মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিল

বিজয়া। আমি ?

পরিতোষ। হ্যাঁ তুমি !

বিজয়া। তোমার নালিশ বুঝতে পারলাম না।

পরিতোষ। তুমি ত এমন ছিলে না বিজয়া।

বিজয়া কাজ করিতে করিতে কহিল :

বজয়া। যুদ্ধ তোমাকেও বদলে দিয়েচে, আমাকেও বদলে দিয়েচে।

পরিতোষ। আমার কি পরিবর্ত্তন তুমি দেখতে পাও ?

পরিতোষ বিজয়ার পাশে বসিল।

বিজয়া। অনেক।

পরিতোষ। আগে গরিব ছিলাম, এখন কিছু টাকা করিচি।

বিজয়া। আর তাতেই মশগুল রয়েচ।

পরিতোষ। কিন্তু আমার মনের কোন পরিবর্ত্তনই হয় নি।

বিজয়া। মনও তোমার পাষাণ হয়ে গেছে।

পরিতোষ। বাজে কথা।

দ্রুত উঠিয়া দাঁড়াইল

বিজয়া। নইলে তুমি এমন করে টাকা উপার্জ্জন করতে পারতে না।

পরিতোষ। টাকা উপার্জ্জন করে খুবই অন্যায় করিচি! না?

বিজয়া। যা করে উপার্জ্জন করেচ, তাই-ই অন্যায়।

পরিতোষ। ব্যবসাটাও তাহলে তোমারই কাছে শিখতে হবে?

বিজয়া। তুমি ব্যবসা কর নাকি!

পরিতোষ। তবে কি টাকা আসে আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপের কল্যাণে?

বিজয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল:

বিজয়া। তুমি যা কর, তা ব্যবসা নয়।

পরিতোষ। তাকে তুমি কি বল?

বিজয়া। কষাই বৃত্তি। মানুষের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে তোমরা তা গোলাজাত করেছিলে। অন্য দেশ হলে কি হোতো জান?

পরিতোষ। তুমিই বল।

বিজয়া। ক্ষুধিতেরা শুধু গোলা ভেঙ্গে খাবারই সংগ্রহ করত না, তোমাদেরও টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলত।

চরকা সরাইয়া রাখিল।

পরিতোষ। টাকা দিয়ে মাল খরিদ করে তা গোলাজাত করে-ছিলাম, তাই হোলো অপরাধ!

বিজয়া। গোলাজাত চাল দারুণ অন্নাভাবের দিনে পাঁচগুণ সাতগুণ দরে বিকিয়ে তোমরা টাকা করেছিলে। সেই টাকা দিয়ে তুমি বাড়ী করেচ, গাড়ী করেচ…

পরিতোষ। তোমার জন্য হাজার কয়েক টাকার গয়নাও গড়িয়েচি!

বিজয়া। তাইত সে গয়না গায়ে তুলতে পারি না।

পরিতোষ। সত্যি!

বিজয়া। সত্যিই আমার দেহ পুড়ে যায়। শুধু দেহ নয়, মনও।

পরিতোষ। কিন্তু গরিব যখন ছিলাম, তখন ক'গাছা সোনার চুড়ী দিতে পারিনি বলে কী দুঃখই না করতে!

বিজয়া। সেটা ছিল তোমার কল্পনা। আমার মুখ থেকে কখনো কিছু শোননি।

পরিতোষ। মনের সব কথা ত তুমি মুখ খুলে বলো না।

বিজয়া। তোমার কথা সত্য হলেও চুরি করে যদি চুড়ী কিনে দিতে, আমি হাতে পরতে পারতাম না।

পরিতোষ। চুরি আজও করিনি।

বিজয়া। কিন্তু খুন করেচ।

পরিতোষ। যা মুখে আসে তাই বলচ যে!

বিজয়া। সবাই তাই বলে।

পরিতোষ। তারা বলে হিংসেয়।

বিজয়া। মিথ্যে যে বলে, তা বুঝিয়ে দিতে পার?

পরিতোষ। দরকার মনে করি না

বিজয়া। কিন্তু আমাকে তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ করে তোলা দরকার মনে কর।

পরিতোষ। তোমাকেই ত আমি সুখী করতে চাই।

বিজয়া। এ বাড়ীতে থেকে আমি সুখী হব না।

পরিতোষ। কেন?

বিজয়া। দুপুর বেলায় এই বাড়ীতে আমি যখন একা থাকি, আমার মনে হয় সারা বাড়ীটা যেন অনাহারে-মৃত মানুষের কঙ্কাল দিয়ে তৈরি।

পরিতোষ। তাই কি তুমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও?

বিজয়া। হ্যাঁ। নিশুতি রাতে যখন জোরে হাওয়া বয়, আমার

মনে হয় তা হাওয়া নয়, খেতে না পেয়ে যারা মরেচে তাদেরই নাভিশ্বাস।

পরিতোষ। তাই কি রাতের বেলায় তুমি ঘুমের মাঝে চেঁচিয়ে ওঠ।

বিজয়া। হ্যাঁ।

পরিতোষ। বোস বিজয়া। আমার কাছটিতে একটু বোস।

বিজয়া ও পরিতোষ পাশাপাশি বসিল। পরিতোষ বিজয়ার হাতখানি তাহার হাতে লইয়া কহিল :

এতদিন একথা আমাকে বলনি কেন?

বিজয়া। বলে কোন লাভ হবে না জেনে।

পরিতোষ। লাভ হবে না কেন ভাবলে?

বিজয়া। এ বাড়ী ত তুমি ছাড়তে পারবে না।

পরিতোষ। গৃহ গৃহিণীর জন্য, ঘর ঘরণীর জন্য। বাড়ীঘর তোমারই যখন সইচে না, তখন না হয় এসব বেচে দিতাম। বেচে দিয়ে না হয় আর একটা বাড়ী কিনতাম।

বিজয়া। সে-ও ত কিনতে এই অসদুপায়ে অর্জ্জিত টাকা দিয়ে।

পরিতোষ। তাহলে ত থাকতে হয় গাছতলায়, খেতে হয় বনের ফল।

বিজয়া। তাতেও মানুষ সুখে থাকে।

পরিতোষ। সেটা কাব্যের কথা।

বিজয়া। সব দিক থেকে বঞ্চিত হয়ে মানুষ ত কাব্য থেকেই আনন্দ পায়।

পরিতোষ। পায় নাকি!

বিজয়া। পায় বলেই ত সত্যকারের কাব্যকে সব দেশেরই মানুষ

সব চেয়ে বড় সম্পদ মনে করে। তাইত, রামের চেয়ে রামায়ণ বড় হয়ে ওঠে, বিক্রমাদিত্যের পরিচয় হয় কালিদাসে, নেপোলিয়ান সারা ইউরোপ জয় করেও মনে মনে পরাজয় মেনে নেয় গ্যেটের কাছে।

পরিতোষ। এত সব তুমি শিখলে কোথা থেকে?

বিজয়া। আমার ঠাকুর্দা নামজাদা অধ্যাপক ছিলেন। ইউনির্ভাসিটিতে পড়লে আমার বাবার পরিচয়ও তুমি পেতে।

পরিতোষ। আমাকে বিয়ে করা তোমার উচিত হয়নি।

বিজয়া। বিয়েত আমাদের অস্বস্তির কারণ নয়।

পরিতোষ। তবে?

বিজয়া। তোমার বৃত্তি।

পরিতোষ। সে আবার কি!

বিজয়া। যে বৃত্তি তুমি বেছে নিয়েচে, তাই তোমাকে আমার কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে।

পরিতোষ। কিন্তু আমি তোমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে চাই না। তুমি আমাকে ফেরবার পথ দেখিয়ে দাও।

বিজয়া। তোমার বৃত্তি তোমাকে বাধা দেবে।

পরিতোষ। তুমি কি চাও এই ব্যবসা আমি ছেড়ে দি?

বিজয়া। তার চেয়েও বেশী কিছু চাই।

পরিতোষ। তার চেয়েও বেশী কি তুমি চাও?

বিজয়া। তোমার এই বিষয়-সম্পত্তি, সোনাদানা, সকল সম্পদ, তুমি দশের সেবায় নিয়োগ কর এই আমি চাই।

পরিতোষ। তুমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছ?

বিজয়া। হয় ত তাই হব, যদি না তুমি আমাকে সুস্থ রাখতে চাও।

পরিতোষ। নিজের হাতে নিজের পরিচয় আমি মুছে দোব!

বিজয়া। পঙ্কিল এই পরিচয় যদি নিজের হাতে মুছে ফেলতে পার, তাহলেই পরিচয় তোমার সোনার আঁখরে ফুটে উঠবে।

পরিতোষ। যার ফলে ফিরে আসবে আগেকার সেই দুঃসহ দারিদ্র্য, রক্ত-শোষক অস্বস্তি!

পরিতোষ উঠিয়া দূরে গেল

বিজয়া। সে ত আমাদের দিব্য সয়ে গেছল।

পরিতোষ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল

পরিতোষ। দিব্য সয়ে গেছল বলচ!

বিজয়া। কী আর এমন কষ্ট হোতো!

পরিতোষ ধীরে ধীরে তাহার পিছনে গিয়া দাঁড়াইল, ভারি গলায় কহিল

পরিতোষ। এরই মাঝে ভুলে গেলে!

বিজয়া। কী?

পরিতোষ। মা হয়ে তুমি ভুলে গেলে একমাত্র সন্তানের সেই শোচনীয় মৃত্যু!

বিজয়া। না, না। সে কথা তুমি বোলো না।

মুখ ঢাকিল। পরিতোষ হাতলের উপর বসিল।

পরিতোষ। অর্থের অভাবে রোজ রোজ ডাক্তার ডাকতে পারি নি, প্রয়োজনীয় পথ্যের ব্যবস্থা করতে পারি নি! চোখের সাম্নে দারিদ্র্যের তাপে আর রোগের দাহে সে শুকিয়ে গেল—ফুল যেমন শুকিয়ে যায় রোদের তাপে!

বিজয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। পরিতোষ তাহার দিকে কিছুকাল স্থির হইয়া চাহিয়া রহিল। তারপর কহিল।

কাঁদচ? এতক্ষণে মনে পড়েচে। আশ্চর্য্য! তুমি মা, তুমি ভুলে থাকতে পার! আমি তার বাবা, আমি ভুলিনি। ভুলিনি বলেই ত দেশ-জোড়া আর্ত্তনাদ উপেক্ষা করে অর্থ সঞ্চয়ে মন দিতে পেরেচি। ভেবেচি ওই আর্ত্তনাদের মূল্য কি। আজ যারা কাঁদচে, কাল তারা হাসবে। দুর্ভিক্ষে মৃত লোকদের জন্য কেঁদে কেঁদে যারা অশ্রু সাগর সৃষ্টি করেছিল, আজ তারা হাসচে না? আজ তারা চোখ মুছে হাসিমুখে সঞ্চয়ে মন দিয়েচে।

বিজয়া। জানি, যুদ্ধ মানুষকে অনেকখানি নীচুতে নামিয়ে দিয়ে গেছে।

পরিতোষ। যুদ্ধে লাখো লাখো লোক মরে, লাখো লাখো লোক সর্ব্বহারা হয়। মানুষ তাদের দুঃখ বুকে ধরে যুদ্ধের নিন্দা করে। কিন্তু মৃত্যু যখন মানুষ গিলে গিলে যুদ্ধকেও গ্রাস করে, তখন যুদ্ধের অবসানকেই শান্তি মনে করে মানুষ উৎসব করে। মানুষ আবার ঘর গুছিয়ে নেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে, আবার রাষ্ট্র ফিরে গড়ে। যুদ্ধে যারা মরে, তাদের মৃত্যুকে মূলধন করে মানুষ ভবের হাটে ব্যবসা জাঁকিয়ে তোলে। একটা কথা হয়ত তুমি জাননা বিজয়া। তা হচ্ছে এই যে, মৃত্যু যে বৈরাগ্য এনে দেয়, তা শ্মশান-বৈরাগ্যের মতোই অস্থায়ী। আসলে মৃত্যু চিরদিনই মানুষকে প্রেরণা দিয়ে এসেচে, অমৃত হবার প্রেরণা নয়, অমৃত পান করবার প্রেরণা, সুখ ভোগের জন্য প্রস্তুত হবার প্রেরণা।

বিজয়া। না, না, এমন কথা তুমি বোলো না।

পরিতোষ। সত্যি কথাই বলচি। ব্যক্তিগত ভাবে আমি অর্থ উপার্জ্জনের প্রেরণা পেয়েচি আমাদের খোকার মৃত্যুর দুঃসহ বেদনা থেকে।

বিজয়া। ও-কথা তুমি আর ছাড়বে না ?

পরিতোষ। সুখ-ভোগের আয়োজন আমি করিচি, কিন্তু বাধা দিচ্ছ তুমি।

বিজয়া। আমি!

পরিতোষ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি!

বিজয়া। স্বীকার করি না।

পরিতোষ। ভেবে ছাখ, দেহ আমাদের সুস্থ, মন আমাদের সবল, আমাদের সংসারে আর অভাবের অশান্তি নেই। তবুও কেন শুকতারার মতো কোনো শিশু আমাদের যাত্রাপথের নির্দেশ দেবার জন্য আমাদের সংসার আকাশে উদিত হোলা না ?

বিজয়া। তুমি ত জান, কেন ?

পরিতোষ। জানিনা, শুনি। শুনি তোমার মুখের কতগুলো অর্থহীন কথা। শুনি আর ভাবি তোমার চিকিৎসার দরকার।

বিজয়া। চিকিৎসা! কেন ?

পরিতোষ। তোমার মনের বিকার ঘটেচে। দুঃখকে, আত্ম-নিগ্রহকে তুমি বিলাস করে তুলেচ।

বিজয়া। তুমিও তোমার অর্থকে, তোমার অমানুষিকতাকে, দিয়েচ সবার ওপরে ঠাঁই।

পরিতোষ। শোন, বিজয়া। আর আমাদের অর্থের অভাব নেই। আর আমাদের দিন রাত খাটতে হবে না। এস, এইবার আমরা আমাদের সংসার গড়ে তুলি!

বিজয়া। তাই ত ইচ্ছে হয়। কিন্তু······

পরিতোষের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

পরিতোষ। আর কিন্তু নয়, বিজয়া···

বিজয়া। আমি তা পারি না।

পরিতোষ। কেন পার না, বিজয়া ?

বিজয়া। কেন ?

পরিতোষ। হ্যাঁ, কেন ?

বিজয়া। মৃত্যুকে এত কাছ থেকে এতবার, এমন করে, দেখিচি যে আমি তা কিছুতেই ভুলতে পারচি না।

পরিতোষ। কার মৃত্যুর কথা বলচ ?

বিজয়া। যারা চোখের সামে না খেয়ে শুকিয়ে মরে গেল।

পরিতোষ। শুধু তাদেরই ? আমাদের খোকার নয় ?

বিজয়া। তারও! হ্যাঁ, হ্যাঁ, তারও!

পরিতোষ। কিন্তু মৃত্যু ও-ভাবে আর আমাদের সামে আসবে না।

বিজয়া। আসবে না ?

পরিতোষ। না। মৃত্যু যখন হানা দেয়, তখন পরাজিত হয়ে ফিরে যেতে চায় না। তাই পরাজয়ের সম্ভাবনা যেখানে থাকে, সেখান থেকে সে নিঃশব্দে সরে যায়।

বিজয়া। তোমার এ কথা আমি বুঝতে পারচি না।

পরিতোষ। মৃত্যু যখন আমাদের খোকাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, তখন আমরা নিঃস্ব ছিলাম। নিঃস্ব যদি না হতাম, মৃত্যু তাকে ছিনিয়ে নিতে পারত না। দেশের যে লোকগুলো দুর্ভিক্ষে মোলো, তারাও মোলো নিঃস্ব ছিল বলে। তাদের যদি টাকা থাকত, তাহলে তারা মরত না।

বিজয়া। বোলো না! বোলো না! তাদের কথা তোমার ওই মুখ দিয়ে কখনো বোলো না…আমি শুনতে পারি না…সইতে পারি না।

সোফায় পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। পরিতোষ দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। সুমিত্রা আর শশাঙ্ক প্রবেশ করিল। সুমিত্রা তণ্বী, শ্যামা, আধুনিকা —শশাঙ্ককে দেখিয়া বোঝা যায় না সে কিরূপ চরিত্রের লোক।

সুমিত্রা। এ কি পরিতোষ! বিজয়া দেবী কাঁদচেন!

পরিতোষ। হ্যাঁ, কাঁদচেন।

সুমিত্রা। কেন?

পরিতোষ। উনিই জানেন।

সুমিত্রা বিজয়ার কাছে গিয়া বসিয়া তাহার পিঠে হাত দিল।

সুমিত্রা। বিজয়া দেবী!

পরিতোষ বিজয়ার কাছে আগাইয়া গেল

পরিতোষ। বিজয়া! চল, তোমাকে ওপরে রেখে আসি। আমাদের এখন ব্যবসার কথা হবে। সে ত তুমি সইতে পারবে না।

সুমিত্রা। না, বিজয়া দেবী। আমরা এখুনি চলে যাচ্ছি।

বিজয়া। না, আপনারা বসুন।

বিজয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে সুমিত্রাও।

আমি আপনাদের চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

শশাঙ্ক। আপনার শরীর ভালো নেই; ঝামেলায় কাজ কি!

বিজয়া। আপনারা দয়া করে বসুন।

বিজয়া চলিয়া গেল।

শশাঙ্ক। ব্যাপার কি হে পরিতোষ?

পরিতোষ। সুমিত্রা নারী। সুমিত্রা হয়ত বুঝেচে।

সুমিত্রা। হিষ্টিরিয়া?

পরিতোষ। না, হাইপোকণ্ড্রিয়া।

সুমিত্রা। সে আবার কি!

পরিতোষ। এক রকম ব্যাধি।

সুমিত্রা। খুবই শক্ত নাকি?

পরিতোষ। এ ক্ষেত্রে তাই।

সুমিত্রা। ডাক্তার দেখিয়েচ?

শশাঙ্ক। ডাক্তারে কিছু করতে পারবে না।

সুমিত্রা। দুঃখের কথা।

সুমিত্রা বসিল

পরিতোষ। তাইত বলি জীবনে সুখ নেই!

বসিয়া সিগারেট ধরাইল

সুমিত্রা। কেন এই রোগ হয়?

পরিতোষ। হতভাগ্য স্বামীর পোড়া কপালের দোষে।

সুমিত্রা। কিন্তু তোমার সে কপাল ত আর নেই।

পরিতোষ। ফিরেচে বলচ?

সুমিত্রা। নয় কি?

পরিতোষ। ভাগ্য ফিরেচে, কিন্তু কপাল সেই পোড়াই রয়েচে। নাও, সিগ্রেট নাও।

সুমিত্রা। নো, থ্যাঙ্কস্।

শশাঙ্ক। শুনিচি মাতৃত্বের কামনা অপূর্ণ থাকলেই নারী এই রোগে আক্রান্ত হয়।

সুমিত্রা। তবে ত এ রোগ দুরারোগ্য নয়।

শশাঙ্ক। মোটেই নয়। পরিতোষই এ রোগ সারাতে পারে।

সুমিত্রা। পরিতোষ?

পরিতোষ। আমি ত তুচ্ছ সুমিত্রা, বিজয়া যা চান তা কোন মানুষকে দিয়েই হবে না।

সুমিত্রা। মানে?

পরিতোষ। তিনি চান সপ্তকোটী সন্তানের জননী হতে। পারবে কোন মানুষ তাঁর সেই মাতৃত্বের সাধ পূর্ণ করতে?

সুমিত্রা। তোমার কথা বুঝতে পারলাম না।

পরিতোষ। কথাটা আমার নয়, তাঁর। তোমারি মতো আমিও তা বুঝতে পারি না।

সুমিত্রা। বিজয়া দেবী কি বলেন?

পরিতোষ। বলেন সাতকোটী সন্তানের মায়ের মতোই যদি না হতে পারলেন, আমার সন্তান ধারণ করা খুব গৌরবজনক কাজ হবে না।

শশাঙ্ক। তুমি কেন বল না একটি থেকেই শুরু করে দেখা যাক্।

পরিতোষ। একটি এসেছিল, দারিদ্র্যের চাপে শুকিয়ে গেল! উনি মনে করেন এখন আর একটি এলে আমার পাপের তাপে পুড়ে যাবে।

সুমিত্রা। তোমার পাপ! আছে নাকি কিছু?

পরিতোষ। তিনি মনে করেন আমার অর্থোপার্জ্জনের পথটাই পাপের পথ বলে অর্থের সঙ্গে প্রচুর পাপও আমি সঞ্চয় করিচি।

সুমিত্রা। এমন কথা আমি কখনো শুনিনি।

পরিতোষ। আমাকে নিত্য শুনতে হয়—ঘরে এবং বাইরেও।

শশাঙ্ক। বাইরেও কেউ বলে নাকি?

পরিতোষ। বলে না!

শশাঙ্ক। আমি ত শুনিনি।

পরিতোষ। তাহলে তুমি খবরের কাগজও পড় না। কাগজ-

ওয়ালারা আর দেশ-নায়করা সমস্বরে বলেন কালো বাজারের কারবারী আমরা, আমরাই লাখো লাখো লোকের মৃত্যুর কারণ।

শশাঙ্ক। দেশের আর কেউ এর জন্য দায়ী নয়?

পরিতোষ। না। দেশের লোকের শোচনীয় দারিদ্র্য নয়, রাষ্ট্র সমাজের ব্যবস্থা নয়, সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্ট নয়, গবর্ণর নয়—মন্ত্রীপরিষৎ নয়, ম্যাজিষ্ট্রেট নয়, মহকুমা হাকিম—পঞ্চায়েৎ প্রেসিডেণ্ট, কেউ দায়ী নয়। ভূভারতে আর সকলেই সাধু, শুধু আমরাই কালো বাজারের সৃষ্টি করিচি আর আমরাই মন্বন্তরে মৃত লোকের মাথা পিছু হাজার টাকা লাভ করিচি।

শশাঙ্ক। উড্‌হেড্ কমিটি তাই বলেচেন বটে।

পরিতোষ। সবাইকে ছেড়ে দিয়ে এই বেঁড়ে গুলোকে ধরেচেন। সকলে তাই মোক্ষম কাজ বলে ধরে নিয়েচে, ফলে ঘরে বাইরে আমাদের লাঞ্ছনার আর সীমা নেই।

সুমিত্রা। কিন্তু সকলের এ-কথা কি মিথ্যে?

পরিতোষ। ব্যবসার মানেই হচ্ছে নরম বাজারে মাল কিনে চড়া বাজারে ছাড়া। চিরদিনই ব্যবসায়ীরা তাই করে এসেচে। আমরাও অতিরিক্ত কিছু করিনি।

সুমিত্রা। কিন্তু মানুষ যখন খেতে পায়নি, তখনও তোমরা বেশী লাভের লোভ করে মাল ধরে রেখেছে?

পরিতোষ। আমাদের মাল কেন বিলিয়ে দিইনি, তাই জানতে চাইছ?

সুমিত্রা। বিলিয়ে না দিলেও, বাজারে ছাড়তে পারতে।

পরিতোষ। বাজার তখন কোথায়?

সুমিত্রা। বাজার ছিলনা বলচ?

পরিতোষ। বাজার ত তার আগেই সাবাড়। আতঙ্কগ্রস্ত এক গবর্ণর জাপানী ইনভেসনের ভয়ে ডিনায়াল পলিসি অবলম্বন করলেন, নেহাৎ দয়ালু লোক না হলে 'স্কর্চড আর্থ' ব্যবস্থাও চালু করতেন। তিনি ভাবলেন সব চাল নিজের আয়ত্তে রাখবেন। তাই রাখবার জন্য তাঁকে এজেণ্ট নিয়োগ করতে হোলো। এজেণ্টরা কোটী কোটী টাকার কারবারী। গবর্ণর তাঁদের সহায়। সাধারণ ব্যবসায়ীর সাধ্য কি পাল্লা দিয়ে প্রকাশ্যে কারবার চালায়! তারা হোলো কাৎ। ওদিকে নৌকো দখল হোলো, গরুর গাড়ী আটক হোলো, মিলিটারী তাগিদ পূর্ণ করে ওয়াগন রইলনা খালি। ফল ডিসলোকেশন। ধান-চাল হাটে পচল, বাটে পচল, পচল রেইলওয়ে প্লাটফর্ম্মে। যারা এসব করল, তারা অপরকে চোখ রাঙিয়ে নিজেদের দোষ ঢাকা দিলে, আর তারাই হাঁক তুল্লে, বিওয়ার হোর্ডাস, প্রফিটীয়ার্স, ব্লাকমার্কেটিয়ার্স।

সুমিত্রা। বড় বাজে বকচ।

পরিতোষ। বকচি। কিন্তু বাজে মোটেও নয়। মিথ্যে একটা কলঙ্কের জন্য আমার সংসারের শান্তি ভেঙ্গে গেল, আমার জীবন, আর জীবনের সমস্ত সাধনা ব্যর্থ হোলো, আর তুমি বলচ আমি মুখ বুজে অপরাধ স্বীকার করে নোব? এতই কি কাপুরুষ আমি?

সুমিত্রা। তুমি কি ওই সময়ে চালের ব্যবসা করনি?

পরিতোষ। করিচি তুমি জান। তোমারই টাকা নিয়ে তা করিচি। কিন্তু এই অব্যবসায়ীকে ওই ভাবে ব্যবসা করবার সুযোগ করে দিলে যারা, তারা হবে সকলের বিচারে নির্দ্দোষ, আর অপরাধের বোঝা বইতে হবে আমাদের! মৃত গবর্ণর স্যার জন হার্ব্বাটের আত্মাকে যদি প্ল্যানচেটের সাহায্যে লেখাতে পার, আমি শুনিয়ে দিতে পারি কত মহাজন কত আয়োজন করে বাংলায় দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছিলেন নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির

মতলবে। মতলব শুধু সামরিক নয়;—সামরিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক, যাকে তোমরা বল কম্যুনাল।

শশাঙ্ক। তুমি বলতে চাও মন্বন্তরের পিছনে রাজনৈতিক মতলবও ছিল?

পরিতোষ। এতই অসম্ভব মনে কর কেন?

সুমিত্রা। মানুষ এত ছোটও হতে পারে?

পরিতোষ। সাম্রাজ্য যারা গড়ে তারা বড়ই থাকে। কিন্তু তাদের গড়া সাম্রাজ্যকে যুগ-জীর্ণ হবার পরও যারা খাড়া রাখতে চায়, তারা কত ছোট হতে পারে ইতিহাসে তা কি দেখনি? আজ যারা আমাদের দেশে ভাইসরয় গবর্ণর হয়ে আসেন, তারা পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতৃদের বংশধর বলেই মনে করোনা খুব বড় একটা আদর্শ নিয়ে এদেশে আসেন। দুর্ভিক্ষের সময় বাংলার কর্ত্তা ও ভর্ত্তা যাঁরা ছিলেন, তাঁরা যদি মানবতাকে এতটুকু মানতেন, তাহলে এত লোককে এমন করে প্রাণ দিতে হোতনা। আমাদের স্থানই বা ছিল কোথায়, আর কতটুকুই না দুষ্কৃতি ছিল!

সুমিত্রা। তা এসব কথা বিজয়া দেবীকে বুঝিয়ে বলনা কেন?

পরিতোষ। বলিচি। কিন্তু তিনি বোঝেন না।

সুমিত্রা। আবারো বলো।

পরিতোষ। বলব। তিনি তবুও বুঝবেন না।

সুমিত্রা। কেন বুঝবেন না? তিনি ত বেশ বুদ্ধিমতী।

ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম আর খাবার লইয়া পরিচারিকা ও পরিচারক প্রবেশ করিল :

শশাঙ্ক। খুবই যে বুদ্ধিমতী তার প্রমাণ পাওয়া গেল যে ঠিক প্রয়োজনের সময়টিতে তিনি চা আর খাবার পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সুমিত্রা। তুমি কিন্তু নিষেধ করেছিলে।

শশাঙ্ক। তিনি কিন্তু জানতেন তাঁর স্বামীর বক্তৃতা শুনতে শুনতে আমাদের হাই উঠবে, মাথা ঘুরবে, চা আর খাবার দুই দরকার হবে। এসো পরিতোষ। নাও সুমিত্রা। আর বক্তৃতা নয়, কাজের কথা হোক্।

পরিতোষ। হোক্।

শশাঙ্ক। সুমিত্রা আজ একটা বড় মাছ গেঁথে ফেলেচে, পরিতোষ।

পরিতোষ। শশাঙ্কের সাথে সাথে ঘাটে ঘাটে মাছ ধরে বেড়াচ্চ নাকি, সুমিত্রা?

সুমিত্রা। তুমি ত তোমার এই বৃন্দাবন ত্যাগ করে কোথাও যাবে না!

পরিতোষ। কোন্ ঘাটে আজ বসেছিলে?

সুমিত্রা। সাপ্লাই-সাগরে বলতে পার।

পরিতোষ। মাছটা?

সুমিত্রা। নেহাৎই উপমা।

শশাঙ্ক। সুমিত্রা যাকে বিঁধেচে, আসলে সে মানুষ।

পরিতোষ। সে হাত-যশ ওর আছে।

সুমিত্রা। স্বীকার করচ?

পরিতোষ। আমরা দুজনাই ত ভিক্‌টিম। তৃতীয় মানুষটির পরিচয় দাও।

সুমিত্রা। তোমরা দুজনা প্রথম আর দ্বিতীয় একথা যেমন নিশ্চিত বলে ধরে নিয়োনা, তেমন চোখ বুজে তৃতীয় স্থান এই লোকটিকেও দিয়োনা। লোকটি অবশ্য অতিমানব, অর্থাৎ আই-সি-এস।

পরিতোষ। আই উইশ ইউ লাক্।

সুমিত্রা। উই কাউণ্ট মোর অন ইওর ট্যাক্ট দ্যান অন মাই লাক্। কি বল শশাঙ্ক ?

শশাঙ্ক। সে আর বল্‌তে !

সুমিত্রা। শুনে রাখ এই আই-সি-এসটি বাঙালী।

পরিতোষ। এনেগেজমেণ্ট পাকা ?

সুমিত্রা। কাঁচা কাজে আমি নেই। তোমায় দেখাচ্চি।

ব্যাগ খুলিয়া একখানি কন্‌ট্রাক্ট ফর্ম্ম বাহির করিয়া পরিতোষের হাতে দিল।

দু'লাখ টাকার কন্‌ট্রাক্ট।

পরিতোষ। তাইত দেখচি।

শশাঙ্ক। বাকিটুকু বল সুমিত্রা।

সুমিত্রা। আর ত কিছু আমার বলবার নেই। পরিতোষের হাতে তুলে দিলাম, যা দরকার, ও তাই করবে।

শশাঙ্ক। টাকাটা, সুমিত্রা আশা করে পরিতোষ, তুমিই য়্যাড্‌ভান্স করবে।

পরিতোষ। সেজন্যে আটকাবেনা। কিন্তু লাভ...

শশাঙ্ক। লাভের বখরা হবে সমান তিন ভাগ। আমরা তিনজন একসঙ্গেই ত পড়তুম।

পরিতোষ। বখরা যাই হোক্, লাভ ত দেখচি সামান্যই থাকবে।

শশাঙ্ক। ক্রমে ফুলে মধু আসে পরিতোষ।

পরিতোষ। বেশ করা যাবে এই কাজ, সুমিত্রার যখন স্বার্থ রয়েচে।

শশাঙ্ক। তাহলে ডিটেইলস্ সব সুমিত্রার কাছ থেকে জেনে নাও। আমি এখন উঠলাম।

পরিতোষ। এরই মাঝে ?

শশাঙ্ক। আই হ্যাভ্ য়্যান এপয়েন্টমেণ্ট। একসকিউজ মি কমরেডস। গুড্নাইট।

সুমিত্রা। গুড নাই-ট।

পরিতোষ। গুড্নাইট।

শশাঙ্ক চলিয়া গেল

ও যেন নতুন লোক হয়ে গেছে।

সুমিত্রা। ওর কথা এখন থাক্।

পরিতোষ। সেকি! আমি ত ভাবতাম ওর কথা শুনতেই তোমার ভালো লাগে।

সুমিত্রা। ও মনে করে ওতে আমাতে বিয়ে হবে।

পরিতোষ। তুমি! তুমি কি মনে কর ?

সুমিত্রা। আমি জানি বিয়ে আমার কোনদিনই হবে না।

পরিতোষ। কেন ?

সুমিত্রা। নিজেকে দান করে আমি দেউলে হতে চাই না।

পরিতোষ। ওকে তা বল না কেন ?

সুমিত্রা। মনের সব কথা প্রকাশ করা যে ভালো নয়, তা আমি বুঝিচি।

পরিতোষ। কবে থেকে ?

সুমিত্রা। তোমাকে জানবার পর থেকে।

পরিতোষ। মানে ?

সুমিত্রা। তোমার ব্যবহারের কথা মনে করে ছাখ।

পরিতোষ। খারাপ ব্যবহার ত তোমার সঙ্গে করিনি সুমিত্রা।

সুমিত্রা। সব কথা তোমার হয়ত মনে নেই।

পরিতোষ। খুঁটি-নাটি সব মনে রাখবার মতো স্মৃতি আমার নেই স্বীকার করি।

সুমিত্রা। কিন্তু সেদিনকার স্মৃতি ঠিক ভোলবার মতো নয়। যুদ্ধের প্রথম বছর। চারিদিকে অনিশ্চয়তা। তুমি আর আমি সেই বারই কলেজ থেকে বেরিয়েচি। আমার তবুও একটা আশ্রয় ছিল। নিঃসন্তান বিধবা মাসীর অর্থ ছিল আমার হাতে, বাড়ীও একটা ছিল।

পরিতোষ। এখন কি কিছু নেই ?

সুমিত্রা। সবই আছে, শুধু মাসীমাই আর নেই।

পরিতোষ। এবার তাহলে অর্থ-নৈতিক পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন পেয়েচ ?

সুমিত্রা। মিথ্যে নয় !

পরিতোষ। চুপ করলে যে।

সুমিত্রা। সেদিন তুমি ছিলে একেবারে অসহায়।

পরিতোষ। মিছে কথা।

সুমিত্রা। আজকার সম্পদ তোমাকে সেদিনের কথা ভুলিয়ে দিয়েচে।

পরিতোষ। সেদিনও আমি অসহায় ছিলাম না, সুমিত্রা। তুমিই ছিলে আমার সহায়। তুমি তোমার মাসিমার সমস্ত সঞ্চিত অর্থ নিয়ে আমার পাশে দাঁড়ালে, আমাকে ভরসা দিলে !

সুমিত্রা। তুমি আমার অর্থ নিলে, কিন্তু আমাকে নিলে না।

পরিতোষ। যেটুকু দরকার, সেইটুকুই নিয়েছিলাম। তোমাকে নিলে ঋণের বোঝা কত ভারি হোতো ! সারা জীবনেও যে তা শুধতে পারতাম না।

সুমিত্রা। আমার দেওয়া টাকা তুমি শোধ করেচ। লাভের একটা বখরাও আমাকে দিতে চেয়েছিলে।

পরিতোষ। তুমি তা নিলে না।

সুমিত্রা। সবটাই যখন লোকসান হোলো, তখন টাকার লাভে আমার কোন লোভই আর রইল না।

পরিতোষ। আজ আর সে-সব কথা কেন সুমিত্রা ?

সুমিত্রা। নিরর্থক! না ?

পরিতোষ। সত্যিই নিরর্থক।

সুমিত্রা। হ্যাঁ, আজ তুমি প্রতিষ্ঠা লাভ করেচ, সংসার গুছিয়ে নিয়েচ!

পরিতোষ। সংসারে আমার কত সুখ, তা ত দেখতেই পাচ্ছ।

সুমিত্রা। তবুও সংসার ছাড়া কিছুই তুমি দেখতে পাও না।

পরিতোষ। খানিক আগে বলেছিলে টাকা ছাড়া কিছুই আমি ভাবি না, এখন বলচ সংসার ছাড়া কিছুই আমি দেখি না।

সুমিত্রা। তখন ভেবেছিলাম তুমি তোমার স্ত্রীকে উপেক্ষা কর।

পরিতোষ। এখন ?

সুমিত্রা। এখন ভাবচি তোমার স্ত্রীর চিত্তজয় করতে পারলে তুমি যেন হাতে হাতে স্বর্গ পাও।

পরিতোষ। সত্যি সুমিত্রা। ওর ওপর অবিচার করে আমরা বলি ও হিষ্টেরিক, হাইপোকণ্ড্রিয়াক্। কিন্তু সত্যিই ও কিছু তা নয়। ওর আদর্শ আমাদের কাছে মিথ্যে, কিন্তু ওঁর কাছে তার চেয়ে বড় সত্য আর নেই।

সুমিত্রা। তবে কেন ওর আদর্শে নিজেকে তৈরি করতে পার না ?

পরিতোষ। ওইটেই ত আমার দোষ সুমিত্রা। নিজেকে কারুর মনের মতো করে তৈরি করতে পারলাম না। না তোমার, না ওর।

সুমিত্রা। তার কারণ, তুমি তুমি ছাড়া আর কিছুই নয়।

পরিতোষ। স্বার্থপর, আত্মসুখ-সর্ব্বস্ব, না ?

সুমিত্রা। বলতে আমার লজ্জা হচ্ছিল।

পরিতোষ। কিন্তু বুঝেও আমার লজ্জা হোলো না।

সুমিত্রা। তবুও রাতে তোমার ঘুম হবে না।

পরিতোষ। কত রাতই ত অনিদ্রায় কাটে।

সুমিত্রা। টাকার গরমে ?

পরিতোষ। না। বিজয়ার কথা ভেবে।

সুমিত্রা একটা সিগারেট তুলিয়া লইল

সুমিত্রা। ওঃ।

পরিতোষ। দুঃখ্ পেলে ?

সুমিত্রা। না।

পরিতোষ। হিংসে হোলো ?

সুমিত্রা। না।

পরিতোষ। উত্তেজনা এলো কি না।

সুমিত্রা। কিসে বুঝলে ?

পরিতোষ। হঠাৎ সিগারেট তুলে নিলে দেখে।

সুমিত্রা। এই ফেলে দিলাম।

পরিতোষ। ওটাও উত্তেজনা।

পরিতোষ হাসিল

তুমি না রিয়ালিষ্ট !

সুমিত্রা। জীবনের স্বপ্ন যার ভেঙ্গে যায়, সে আর কি হতে পারে ?

পরিতোষ। স্বপ্ন আমারও ভেঙ্গে গেছে।

সুমিত্রা। কিন্তু তুমি তা স্বীকার করতে চাও না।

পরিতোষ। স্বীকার করলে সম্বল কিছুই যে থাকে না।

সুমিত্রা। পরিতোষ!

পরিতোষ। বল।

সুমিত্রা। আমরা দুজনাই নিজেদেরকে ঠকাচ্ছি।

পরিতোষ। কেন, বলত?

সুমিত্রা। তোমার জীবনে বিজয়ার সত্যিই কোন স্থান নেই। আর আমারো……

পরিতোষ! বল, তোমারো?

সুমিত্রা। আমারো জীবনে তোমার ছাড়া আর কারু ঠাঁই হবে না।

পরিতোষ। তোমার কথা তুমিই জান। আমি কিন্তু বিজয়াকে জীবন থেকে কোন মতেই বাদ দিতে পারি না। আমি মনে মনে কতদিন তার জায়গায় তোমাকে বসেয়েচি।

সুমিত্রা। বসিয়েচ!

পরিতোষ। হ্যাঁ। দেখেচি, রিক্তা বিজয়ার কল্পনায় মন বেদনায় ভরে উঠেচে।

সুমিত্রা। তাহলে কিসের অভাবে তুমি আমাকে কল্পনা করেচ?

পরিতোষ। কত যে অভাব, তা ত তুমি জান, সুমিত্রা!

সুমিত্রা। তুমি চাও ভোগ।

পরিতোষ। বিজয়া ত্যাগ।

সুমিত্রা। তুমি চাও শিশুর পরশ।

পরিতোষ। বিজয়া অনিচ্ছুক।

সুমিত্রা। আমি কি তোমার সব দাবীই পূর্ণ করতে পারতাম না?

পরিতোষ। বিজয়াও পারত। পেরেও ছিল। কিন্তু এলো যুদ্ধ, এলো আগষ্ট-হাঙ্গামা, এলো মম্বন্তর, মহামারী। এক একটা টর্নেডো। আমাকে নিয়ে গেল একদিকে, বিজয়াকে আর এক দিকে। আমি

টাকা-টাকা করে উন্মাদ হয়ে উঠলাম, বিজয়া দেশ-দেশ করে ক্ষেপে উঠল। আমি সারাদিন থাকতাম আপিস-পাড়ায়, বিজয়া তখন ফুটপাথের মুমূর্ষুদের সেবা করত। রাতে শ্রান্ত হয়ে আমি বাড়ী ফিরতাম, আর বিজয়া তখন এই কালো-বাজারের কারবারীর পুঁজি থেকে চাল নিয়ে বিলোতে যেত গরীব ভদ্রগৃহস্থদের ঘরে ঘরে। অবশেষে একদিন সে টর্পেডোও চলে গেল। আমাদের অলস দিন আর কাটে না। মুখোমুখি দু'জনা বসে ভাবতাম। কথা কিছুই খুঁজে পেতাম না। খুবই যখন অসহ্য হোতো, তখনই ছুটে যেতাম তোমার কাছে, টেনে নিয়ে যেতাম তোমাকে হোটেলে, সিনেমায়, হেষ্টিংসে।

সুমিত্রা। আজ কতদিন তাও যাও নি।

পরিতোষ। যাই নি, ওই বিজয়ারই জন্য।

সুমিত্রা। বারণ করে দিয়েচে বুঝি ?

পরিতোষ। প্রশ্নই তোলে নি। ওকে আঘাত করে যে আনন্দ পাব, তারও সম্ভাবনা যখন দেখলাম না, তখন বাইরে যাওয়াও নিরর্থক মনে হোলো।

সুমিত্রা। কিন্তু আমার কথা একবারও ত ভাবলে না ?

পরিতোষ। তোমার মতো বন্ধুকে ত কোন দিনই ভুলিনি।

সুমিত্রা। তাই কি হবে আমার একমাত্র সান্ত্বনা ?

পরিতোষ। তোমাতে আমাতে বোঝা-পড়া অনেক আগেই হয়ে গেছে, সুমিত্রা।

সুমিত্রা। তবুও অনেক ভুলই রয়ে গেছে। তুমি স্বীকার কর পরিতোষ, দোহাই তোমার, অন্তত ভুলটুকু স্বীকার কর। বিজয়াকে রিক্তা কল্পনা করতে তোমার ব্যথা লাগে, কিন্তু আমার রিক্ততা তোমার খেয়ালেই আসে না কেন ?

পরিতোষ। বিজয়ার জীবনে পূর্ণচ্ছেদ পড়ে গেছে তার বিয়ের পর। তুমি এখনো অবিবাহিতা।

সুমিত্রা। তাই কি হাইফেনের অপূর্ণতাকেই আমি সার্থক মনে করব ?

পরিতোষ। তুমি শশাঙ্ককে বিয়ে করতে পার।

সুমিত্রা। বল না কেন তিনকোটী বাঙালী পুরুষের যে কাউকে আমি বিয়ে করতে পারি ?

পরিতোষ। ইচ্ছে করলেই পার।

সুমিত্রা। বিয়ের বাইরে নর-নারীর মিলন তুমি কল্পনা করতে পার না ?

পরিতোষ। না পারলে তোমাতে আমাতে বন্ধুত্বের এই সেতুবন্ধ ত হোত না।

সুমিত্রা। তোমার বিজয়া তোমার জন্য তার এতটুকুও ছাড়তে পারে না। তবুও তুমি তাকে ত্যাগীর সম্মান দিতে চাও। আর আমি তোমার জন্য সর্ব্বস্ব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিতে পারি শুনেও তুমি খুসি হও না ?

পরিতোষ। তুমি না রিয়ালিষ্ট বিজয়া।

সুমিত্রা। তাই ত এসব কথা অসঙ্কোচে বলতে পারচি। আমার কাছে একমাত্র সত্য তুমি, তোমার কাছেও একমাত্র সত্য আমি। বিজয়া তোমারও কাছে মিথ্যা, আমারও কাছে সে সাইফার। তার সঙ্গে তোমার বিয়ে একটা ঘটনা মাত্র। দুর্ঘটনা। সত্যি সত্যিই যদি মন্ত্র-শক্তি বলে কিছু থাকত, তা মনে-প্রাণে তোমাদেরকে এক করে দিত।

পরিতোষ। তুমি ঠিক জান, মনে-প্রাণে আমরা এক হই নি ?

সুমিত্রা। এক হতে পারে নি বলে সে কাঁদে, আর তুমি বিরক্ত হও। সে তোমাকে দেহ দিতে চায় না, তুমি তবুও সেই দেহের লোভ কর। সে তোমার অর্থকে ঘৃণা করে, তুমি অলঙ্কার দিয়ে তাকে খুসি

করতে চাও। সে তোমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে চায়, তুমি প্রাণপণে কর তার প্রতিবাদ। তোমাদের প্রকৃতি এক নয়, প্রবৃত্তি এক নয়, পরিণতিও পৃথক। তবুও তুমি বলবে বিবাহ-বন্ধন তোমাদের আমরণ এক করে রাখবে এবং মরণের পরও রাখবে অবিচ্ছিন্ন! বলতে পার, জীবনে এই মিথ্যার, এই ছলনার, এই আত্ম-প্রবঞ্চনার সত্যিকারের দরকার কতটুকু রয়েচে ?

পরিতোষ। তুমি আমাকে কি করতে বল সুমিত্রা ?

সুমিত্রা। জীবন তোমার অনন্ত নয়, যৌবন তোমার অক্ষয় নয়, তোমার ভোগের সামর্থ্যও নয় অপরিসীম।

পরিতোষ। আরো স্পষ্ট করে বলো সুমিত্রা।

সুমিত্রা। তুমি আমার সঙ্গে চল পরিতোষ। এখানকার সব কিছুই মিথ্যা। শান্তিহীন এই সংসার মিথ্যা, স্বস্তিহীন এই স্বামী-জীবন মিথ্যা, প্রীতিহীন এই পরিণয় মিথ্যা। এই মিথ্যা রচনা পেছনে পড়ে থাক্। তুমি আমার সঙ্গে চল। এস। আমার হাত ধরো, পরিতোষ।

সুমিত্রা হাত বাড়াইয়া দিল। বিজয়া প্রবেশ করিল

বিজয়া। ওরা কেউ এসে আলোগুলিও জ্বেলে দেয় নি।

পরিতোষ। তুমিও জ্বেলো না।

বিজয়া। কালোবাজারের কারবারীরা আলোর চেয়ে আঁধারেই অভ্যস্ত হয়েচে, তা আমি জানি।

পরিতোষ। একটুকালও কি তুমি আমাকে আঘাত না করে পার না ?

বিজয়া। আঘাত করতে আসি নি, খাবার তৈরি তাই বলতে এসেচি। রাত অনেক হয়ে গেছে, তোমরা তা বুঝতেও পার নি। ব্যবসার কথা উঠলে সময়ের জ্ঞান তো তোমাদের থাকে না!

সুমিত্রা। পরিতোষ! তুমি থাকবে না যাবে?

বিজয়া। না খেয়ে কিন্তু যেতে পাবেন না, সুমিত্রা দেবী।

সুমিত্রা। আমার ক্ষিধে নেই।

বিজয়া। তুমিই বল না খেয়ে যেতে।

পরিতোষ। সুমিত্রা হঠাৎ কেমন অসুস্থ হয়ে পড়েচে।

বিজয়া। ও। তাহলে তোমার ড্রাইভারকে বলে দি, ওঁকে পৌঁচে দিয়ে আসুক।

বিজয়া বাইরের দিকে চলে গেল

সুমিত্রা। তুমি কি ঠিক করলে পরিতোষ!

পরিতোষ। তোমার অনুরোধ···

সুমিত্রা। অনুরোধ! তুমি একে অনুরোধ বল!

পরিতোষ। তুমি যা বল্লে······

সুমিত্রা। থাক্ থাক্···আর কিছু আমি শুনতে চাই না।

সুমিত্রা চলিয়া গেল। পরিতোষ চাহিয়া চাহিয়া তাহাকে দেখিল। সে দৃষ্টির বাইরে চলিয়া গেলে পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিল। তারপর চেয়ারে বসিয়া সিগারেট ধরাইল। বিজয়া ফিরিয়া আসিল।

বিজয়া। সুমিত্রা দেবী গাড়ী নিলেন না।

পরিতোষ। চিরদিনই ওই রকম খেয়ালী ও।

বিজয়া। তুমিও কি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে?

পরিতোষ। না। আলো জেলে দাও। সব গুলো আলো।

বিজয়া আলো জ্বালিয়া দিল

আমার কাছে এসে বোস।

বিজয়া বসিতেছিল এমন সময় বাইরে সাধুচরণ হাঁকিল

সাধুচরণ। পরিতোষ আছ ?

বিজয়া। না। বসতে আর দিলে না।

সরিয়া গেল। সাধুচরণ প্রবেশ করিল

সাধুচরণ। পরিতোষ! সর্ব্বনাশ হয়েচে। পুলিশ থেকে খাতা-পত্তর সব চেয়ে পাঠিয়েচে।

পরিতোষ। কিসের খাতাপত্তর।

সাধুচরণ। কিসের আবার! আমাদের ব্যবসার।

পরিতোষ। পাঠিয়ে দাও।

সাধুচরণ। তারপর ?

পরিতোষ। তারপর আবার কি!

সাধুচরণ। সব যখন ধরা পড়ে যাবে।

পরিতোষ। তা ব্যবসা করতে বসে খাতাপত্তর যদি ঠিক না রাখ, তা হলে ধরা পড়বে না ? ধরাও পড়বে, মারাও পড়বে।

সাধুচরণ। তুমি বলচ এই কথা!

পরিতোষ। সব অনেষ্ট লোকই তাই বলবে।

সাধুচরণ। তুমি অনেষ্ট!

পরিতোষ। নই নাকি ?

সাধুচরণ। আমার নামে তুমিই ব্যবসা চালাতে, আমি ছিলুম স্লিপিং পার্টনার।

পরিতোষ। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যে ব্যবসা চালায়, তার জন্য দুঃখই সঞ্চিত থাকে।

সাধুচরণ। আর পার্টনার ভালো মানুষ জেনে যে তাকে ডোবায় ?

পরিতোষ। সে কাজ গুছিয়ে নিয়ে পার্টনারশিপ অগ্রাহ্য করে।

সাধুচরণ। তুমি তাই করবে নাকি!

পরিতোষ। নইলে যে তোমার সঙ্গে আমাকেও ডুবতে হবে।

সাধুচরণ। তুমি ত দেখচি ভয়ানক লোক!

পরিতোষ। তাই ভয়ে ভয়ে দূরেই থেকো। আমাকে তোমার ব্যবসায়ে জড়াতে চেয়ো না।

সাধুচরণ। কিন্তু সত্যিই ত আমাদের পার্টনারশিপ ছিল।

পরিতোষ। মৌখিক।

সাধুচরণ। কেন, তুমি প্রায় দশ লাখ টাকা নাওনি!

পরিতোষ। নিয়েচি। কিন্তু খাতা-পত্তরে সবই তোমার নামে খরচা লেখা আছে।

সাধুচরণ। আমি কিছু দেখতাম না বলেই তুমি তা করতে পেরেচ।

পরিতোষ। অম্নিই করিনি। লাভের অংশ তোমার ঘরেও তুলে দিয়েচি। তখন যেমন কিছুই জানতে চাইতে না, এখনও তেমন কিছুই জানতে চেয়ো না।

সাধুচরণ। এখন যে বিপদে পড়েচি!

পরিতোষ। যা করেচ, তাতে ত বিপদেই পড়বার কথা।

সাধুচরণ। তুমি বলচ!

পরিতোষ। নাম সাধুচরণ বলেই কি ভেবেচ, তোমার অতবড় অসাধু আচরণও চাপা পড়বে? হোর্ডার! প্রফিটীয়ার! ব্লাক-মার্কেটিয়ার!

সাধুচরণ। তুমি, পরিতোষ, তুমি বলচ এই কথা?

পরিতোষ। পৃথিবী শুদ্ধ লোক এই কথাই বলবে।

সাধুচরণ। তুমি আমায় বাঁচাবার চেষ্টা করবে না?

পরিতোষ। নিশ্চিতই নয়। আমাকে ত বাঁচতে হবে।

সাধুচরণ। বেশ! আমাকে যদি ডুবতেই হয়, জেনো তুমিও ভেসে থাকবে না।

পরিতোষ। বেশ! কে আগে ডোবে তাই দেখা যাবে। য়্যাণ্ড আই টেল্ ইউ সাধুচরণ, ইট্ উইল বি এ ফানি সাইট্। গ্যাট্ হেভি ম্যাস অব ইওর ফিল্‌দি ফ্লেশ উইল বি এ সোর্স অব জয় টু সার্কস্ এণ্ড ক্রোকো-ডাইলস্। হাঙ্গরে কুমীর হাঁ করে রয়েচে। টুক্‌রো টুক্‌রো ছিঁড়ে নয়, গপ করে গিলে খাবে। য়্যাণ্ড বাব্‌লস্ উইল ইন্‌ডিকেট দি সড্‌ন্ ডিসয়্যাপিয়ারেন্স অব এ ব্লাক-মার্কেটিয়ার। শুধু বুদ্ বুদ্ থেকেই জানা যাবে যে, চোরাবাজারের একটি কারবারি অতলে তলিয়ে গেলেন! সন্তপ্ত সমাজ একটু শান্তি পাবে, সান্ত্বনাও পাবে কিছু।

সাধুচরণ। আমি অনেক আশা নিয়ে তোমার কাছে এসেছিলাম।

পরিতোষ। এখন একেবারে হতাশ হয়ে গেলে?

সাধুচরণ। আমার পায়ের নীচে থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে।

পরিতোষ। মাই স্থইট্ স্লিপিং পার্টনার, ইউ হ্যাভ্ স্লেপ্ট ফর এ প্রেটি লং টাইম। নাউ, ক্যারি ইওরসেল্‌ফ্ ব্যাক্ টু ইওর বেড্ চেম্বার য়্যাণ্ড ফীল ফর দি রেষ্ট অব ইওর লাইফ্ দি হরার্স অব স্লিপলেস নাইটস।

সাধুচরণ। কি বলচ তুমি!

পরিতোষ। ইংরিজি তুমি বোঝ। তবুও না বোঝাবার ভান যখন করচ তখন বাংলাতেই শোন। ওগো, প্রিয় ঘুমন্ত-পার্টনার আমার দীর্ঘকাল নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েচ তুমি। এখন জাগ্রত দেহটাকে টেনে নিয়ে যাও তোমার শোবার ঘরে। জীবনের বাকী কটা দিন নিদ-হীন চোখ নিয়ে শুয়ে-বসে হাড়ে হাড়ে বোঝ বিনিদ্র রজনী কত বীভৎস! বছরের পর বছর দিনভোর খেটেচি আমি, রাত কাটিয়েচি অনিদ্রায়। তারই ফলে

কারবার তোমার ফালাও হয়েচে, টাকা উঠেচে সিন্দুকে—কিন্তু আমার সঞ্চয় থেকে কতখানি যে অপব্যয় হয়েচে তার খবর ত কখনো তুমি রাখনি বন্ধু!

সাধুচরণ। তখন ত তুমি আমায় কিছু বলনি।

পরিতোষ। তখন কিছু না বলাই আমার স্বার্থ ছিল।

সাধুচরণ। আজ বলচ কেন?

পরিতোষ। তখন তোমাকে দোহন করাই ছিল আমার স্বার্থ। আর এখন তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ গোপন রাখাই আমার স্বার্থ।

সাধুচরণ। তুমি এত বড় স্কাউণ্ড্রেল আমি জানতাম না।

পরিতোষ। তুমি ছিলে শুধু ব্যবসার পার্টনার, জীবনের যিনি পার্টনার, অর্থাৎ আমার সাধ্বী স্ত্রী, তোমাদের ওই বিজয়া দেবী, তিনিও জানেন না যে আমি একটা স্কাউণ্ড্রেল।

সাধুচরণ। তোমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে লাভ নেই। তুমি তাহলে আমার কোন উপকার করবে না?

পরিতোষ। উপকার করতে পারি না, উপদেশ দিতে পারি। পুলিশকে খাতাপত্তর কিছু দিয়ো না।

সাধুচরণ। না দিয়ে কি করব?

পরিতোষ। পুড়িয়ে ফেল।

সাধুচরণ। তারপর?

পরিতোষ। তারপর আবার কি।

সাধুচরণ। পুলিশ যখন ধরতে আসবে?

পরিতোষ। তুমি তাদের ফাঁকি দেবে।

সাধুচরণ। কেমন করে?

পরিতোষ। হাওড়ার পোল থেকে ঝুপ করে ঝাঁপিয়ে গঙ্গার জলে পড়ে।

সাধুচরণ। পরিতোষ!

পরিতোষ। চটো না সাধুচরণ, পুলিশের হাত থেকেও বাঁচবে, সুনামও অক্ষুণ্ণ থাকবে। তোমার কালো বাজারের কীর্তি কাহিনী কাকে-কোকিলেও জানতে পাবে না!

সাধুচরণ। কি লোককেই বিশ্বাস করেছিলুম!

পরিতোষ। আর কিছু বলবার আছে?

সাধুচরণ। না।

পরিতোষ। তাহলে তোমার ওই কদর্য্য চেহারাখানা আমার দৃষ্টির সাম্নে থেকে সরিয়ে নাও।

সাধুচরণ। বেশ, দেখা যাবে কে হারে কে জেতে।

পরিতোষ। গেম্! আই য়্যাক্সেপ্ট্ ইওর চ্যালেঞ্জ্।

সাধুচরণ চলিয়া গেল

সাধুচরণও শাসিয়ে যায়······হ্যাট ফিলদি ম্যাস অব ফ্লেস! বাট্ ইট মে নট বি য়্যান্ আইড্ল থ্রেট। ফাঁদে আমায় ফেলতে পারে। আই মাষ্ট বি কেয়ারফুল···ভেরি···ভেরি কেয়ারফুল!

আসনে গা এলাইয়া দিল। বিজয়া প্রবেশ করিল:

বিজয়া। ওঠ।

পরিতোষ। বোস।

বিজয়া। কেন?

পরিতোষ। কথা আছে।

বিজয়া। আমি ত সুমিত্রার মতো পালিয়ে যাচ্ছি না যে কথা কইবার সময় পাবে না।

পরিতোষ। সুমিত্রা পালাবার মেয়ে নয়। থাকবার অধিকার নেই বলে চলে যায়, থাকতে না পেরে ছুটে আসে।

বিজয়া। চল, খাবে, চল!

পরিতোষ। এখন খাব না।

বিজয়া। ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

পরিতোষ। আবার গরম করে দিয়ো।

বিজয়া। তা না হয় দোব। কিন্তু এতই জরুরি কথা?

পরিতোষ। হ্যাঁ।

বিজয়া। বল তাহলে।

পরিতোষ। বোস বলচি।

বিজয়া বসিল

বিজয়া। বল।

পরিতোষ। আমি ব্যবসা ছেড়ে দোব।

বিজয়া। হঠাৎ খুব লোকসান হয়েচে বুঝি!

পরিতোষ। আজ খতিয়ে দেখতে পেলাম ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ করিচি, কিন্তু জীবনের সবই লোকসানে গেছে। আমি ঠিক করিচি এখান থেকে চলে যাব।

বিজয়া। পারবে সব ছেড়ে দিতে?

পরিতোষ। অভাবের মাঝে আমার জন্ম, প্রাচুর্য্যের মাঝে নয়। অভাবকে আমি ভয় পাই না। জীবনের এই পথে পা বাড়িয়েছিলাম আমার চেয়েও তোমারই জন্যে; তুমিই সুখী থাকবে বলে।

বিজয়া। দিক থেকে দিগন্ত দুঃখের প্লাবনে তলিয়ে রয়েচে। তুমি আমি সুখ পাব কেমন করে? ব্যক্তিগত সুখে আমাদের কোন অধিকার নেই। তাই সুখের সন্ধান নয়, দুঃখের নিরসনই আমাদের ধর্ম্ম। জ্ঞান ত সাধনার একটা স্তরে কৃচ্ছ্রসাধন অপরিহার্য্য। জাতির মুক্তি-সাধনার জন্যও তেমনই প্রয়োজন স্বাচ্ছন্দ্য বর্জ্জন, পীড়ন বরণ, দারিদ্র্য গ্রহণ।

পরিতোষ। তুমি যদি সুখী হও, আমি তাই করব বিজয়া।

বিজয়া। সত্যিই যদি তাই কর, আমি সুখীই হব।

পরিতোষ। মিথ্যার ভিতর দিয়ে আর তোমাকে আমি পেতে চাই না, বিজয়া।

বিজয়া। তুমি সত্যাশ্রয়ীই হও, এই আমার অন্তরের কামনা।

পরিতোষ। আমার সত্য আচরণ তোমার আমার সম্বন্ধকে সত্য করে তুলুক।

বিজয়া। তাই হোক্। সত্যের সন্ধান পেয়ে সত্যবান রূপে তুমি আত্ম-প্রকাশ কর। তুমি আমার খেলার সাথী নও!

যবনিকা তাহাদিগকে দর্শক-দৃষ্টি হইতে আড়াল করিল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

পরিতোষের সেই ঘর। বেলা এগারোটা। বৃদ্ধ রাইমোহনের পিছনে পিছনে পরিতোষ এবং তাহারো পিছনে বিজয়া প্রবেশ করিল

রাইমোহন। দেখলাম। বাড়ীঘর বেশ দেখলাম। কিন্তু কেনবার কল্পনা করে সুখ পেলাম না।

পরিতোষ। কেন বলুন ত!

রাইমোহন। কেন?

পরিতোষ। বাড়ী পছন্দ হোলো যখন···আচ্ছা আগে বসুন। বসে বসেই বলুন।

রাইমোহন। হ্যাঁ, একটু বসাই যাক।

আসনে বসিলেন

বিজয়া। বাড়ী ত, বল্লেন, আপনার পছন্দ হয়েচে!

রাইমোহন। বাড়ীও পছন্দ হোলো, মনের কোণেও একটা ব্যথা খচ্‌ খচ্‌ করে উঠল। বুড়ো মানুষের মন কিনা!

পরিতোষ। একটু পরিষ্কার করে না বল্লে কিছুই বুঝতে পারচি না।

পরিতোষ বসিল

রাইমোহন। মনে কত সাধ-আহ্লাদ নিয়ে দুটিতে তোমরা এই বাড়ী তৈরি করেছিলে!

পরিতোষ। সে সব মিছে ভাববেন না।

বিজয়া। আমরা এতেই শান্তি পাব।

বিজয়া বসিল

রাইমোহন। এতেই শান্তি পাবে?

বিজয়া। হ্যাঁ।

রাইমোহন। জানি না সে কেমন শান্তি!

পরিতোষ। দেখুন, নানা কারণে আমাদের জীবন এতদিন সার্থক হয় নি। তাই অতীতের সব কিছু পেছনে ফেলে রেখে জীবনকে আমরা নতুন করে গড়ে তুলব।

রাইমোহন। তা গড়া জিনিষ ভেঙে ফেলে আবার নতুন করে কিছু গড়তে যাওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

বিজয়া। আমরা আর সংসার গড়ব না।

রাইমোহন। কি গড়বে তোমরা?

বিজয়া। জাতি।

রাইমোহন। সে ত শুনিচি মনু না বল্লাল কে গড়েছিলেন?

পরিতোষ। না, না, সে জাতি নয়, নেশ্যন, আমরা নেশ্যন তুলব।

বিজয়া। তারই জন্যে আমাদের শহর ছেড়ে যেতে হবে।

রাইমোহন। ত্যাখ মা, তোমাদের এ-সব কথা আমি আদৌ বুঝ[illegible] পারচি না। অবশ্য তা বোঝবার দরকারও নেই। তোমাদের বা[illegible] তোমরা বেচবে ঠিক করেচ। আমি কিছু বাধা দিতে পারি না। আ[illegible] না কিনি তোমরা অপর লোককে বেচবে।

পরিতোষ। হ্যাঁ, এ বিষয়ে আমাদের মত আর বদলাবে না।

রাইমোহন। তা যখন বদলাবেনা, তখন দলীলটা একটু দেখতে চাই। আমার উকিলকেও একবার দেখাতে হবে।

পরিতোষ। আমার কাজ সাফ-সুতরো। বে-আইনি কিছু পাবেন না।

রাইমোহন। তাহলে দলীলখানা দেখি।

পরিতোষ। বেশত! বার করুন আপনার ফাইল থেকে!

রাইমোহন। আমার ফাইল থেকে!

পরিতোষ। বাড়ী দেখাতে যাবার সময় আপনার হাতে দিলাম যে।

রাইমোহন। সে কি!

পরিতোষ। আনমনে কোথাও ফেলে দিলেন নাকি! বিজয়া একটিবার দেখে এস ত।

বিজয়া উঠিল

রাইমোহন। না, না, মা লক্ষ্মী, তোমাকে যেতে হবে না। আমি বলচি দলিল আমি চোখেও দেখিনি।

বিজয়া উঠিয়া খানিকটা দূরে গেল।

পরিতোষ। তবে কি তখন আপনাকে দিই নি?

বিজয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কাছে আসিল না।

রাইমোহন। আচ্ছা ভোলা-মন ত আপনার।

পরিতোষ। গেল! দলিলখানা তাহলে হারিয়েই গেল!

রাইমোহন। হারিয়ে যাবে কেন?

পরিতোষ। তাহলে চুরিই গেছে।

রাইমোহন। চুরিই বা যাবে কেন?

পরিতোষ। তাহলে কি হোলো বলুন ত!

রাইমোহন। আমি তা কেমন করে বলব?

পরিতোষ। না, না, আপনি যখন বলচেন দলিল আপনি নেন নি···

রাইমোহন। আমি ঠিক কথাই বলচি।

পরিতোষ। কিন্তু বে-ঠিক কিছু আমি ত করি না।

রাইমোহন। আচ্ছা লোকের পাল্লায় পড়িচি। একেবারে মতিচ্ছন্ন।

বিরক্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন

পরিতোষ। যান, যান! আপনার কাছে বাড়ী আমি বেচব না।

রাইমোহন। যার কাছেই বেচবে, সে-ই দলিল দেখতে চাইবে।

পরিতোষ। বেচব না, কারু কাছেই বেচব না।

বলিয়া পরিতোষ উঠিয়া দাঁড়াইল

রাইমোহন। বেচবে না ত আমায় হিড় হিড় করে এখানে টেনে নিয়ে এলে কেন?

পরিতোষ। তখন কি জানতাম বাড়ী দেখতে এসে তুমি দলিল চুরি করবে!

রাইমোহন। কি বল্লে! চুরি? আমি করব চুরি! দলিল চুরি? হতভাগা! নচ্ছার! অনড্ডান কোথাকার!

বলিয়া বেগে বাহির হইয়া গেল

পরিতোষ। অসভ্য!

বিজয়া। ওঁকে গালমন্দ করচ কেন?

পরিতোষ বিজয়ার দিকে ফিরিল

পরিতোষ! না, না, তুমি বোঝ না! শুভ কাজে বাধা পড়ল।

বিজয়া। সত্যিই এ-সবের দরকার কি ছিল আমি বুঝি না। কিন্তু তোমাকে আমি বুঝি। এখনো তুমি ছলনা করচ!

পরিতোষ। ছলনা কিসের! দলীল না পাওয়া যায়, নতুন দলীল করাব। সব বেচে কিনে চলে যেতে কিছু যা দেরী হবে।

বিজয়া। কিন্তু আমার আর দেরী সইবে না। আমি জানি দলীল

তুমি ওঁকে দাও নি। আর এও জানি দলীল খুঁজে পাওয়াও যাবে না, নতুন দলীলও তৈরি হবে না।

পরিতোষ তাহার দিকে কিছুকাল চাহিয়া রহিল। তারপর কহিল :

পরিতোষ। এতই যখন অবিশ্বাস কর, তথন কী আর বলব।

বসিয়া একটা সিগারেট ধরাইল

বিজয়া। বলবার কথা তোমার নেই আমি জানি। তাই নতুন কিছু শোনবার আশাও রাখি না।

পরিতোষ। নিজের সম্বন্ধে তোমার এই উচ্চ ধারণা তোমাকে কত যে হাস্যাস্পদ করে তোলে তাও তুমি বোঝ না ?

বিজয়া। উচ্চ ধারণা বর্জ্জন করে নীচের দিকে তাকালে কোথায় যে নেমে যেতে হয়, নিজের কথা ভাবলেই তুমি তা বুঝতে পারবে।

পরিতোষ। থাম। আর গুরুগিরি তুমি কোরো না।

বিজয়া। গুরুগিরি করতে চাই না, চাই তোমাকে পাঁক থেকে টেনে তুলতে।

পরিতোষ। অসহ্য !

বিজয়া আবার আসনে বসিল

বিজয়া। সহ্য তোমাকে করতে হবে না।

পরিতোষ। তোমার অত্যাচার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

বলিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইতেই দেখিতে পাইল সুমিত্রা প্রবেশ করিল

এই যে সুমিত্রা ! তুমি আমাকে বাঁচাতে পার ?

সুমিত্রা। বাঁচাতে চাই বলেই ত ছুটে এলাম।

পরিতোষ। তুমি জানলে কি করে ?

সুমিত্রা। বোস, বলচি।

পরিতোষ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুনতে পারব।

সুমিত্রা। কিন্তু আমি আর দাঁড়াতে পারচি না।

বলিয়াই সে বসিয়া পড়িল

পরিতোষ। তুমি হাফাচ্চ কেন ?

সুমিত্রা। ছুটে এসেচি। পুলিশ আসবার আগে তোমাকে জানাব বলে।

পরিতোষ। পুলিশ !

বিজয়া। পুলিশ কেন ?

সুমিত্রা। পরিতোষ জানে।

পরিতোষ। তুমি কি বলচ সুমিত্রা ?

সুমিত্রা। দোহাই পরিতোষ, না জানবার ভাণ আর কোরো না !

বিজয়া উঠিয়া কহিল :

বিজয়া। আপনি বলুন সুমিত্রা দেবী, ও কি করেচে।

সুমিত্রা। ও কি করেচে তা জানি না। তবে ওর পার্টনার সাধুচরণ সমাদ্দার যা করেচে, তার জন্যে ওকে অনেক দুর্গতি ভোগ করতে হবে।

পরিতোষ। সাধুচরণ কি করেচে ?

সুমিত্রা। সব কথা আমিও জানি না। শুনলাম, মিলিটারী কনট্রাক্টে তোমাদের পাওনা টাকার চেয়ে নানা ছল করে তোমরা' বেশী টাকা নিয়েচ।

পরিতোষ। সাধুচরণ বলেচে ?

সুমিত্রা। না। এ-কথা সাধুচরণ বলে নি।

পরিতোষ। কে বল্লে ?

সুমিত্রা। খবর রাখে এমন কোন লোক।

পরিতোষ। বুঝিচি! বলেচেন সেই আই-সি-এস মহামানব, যিনি তোমার টোপ গিলেচেন!

সুমিত্রা। দিন দিন তুমি কি ভালগারই না হয়ে যাচ্ছ!

বিজয়া। মানুষ যখন একবার পাঁকে নামে, তখন আকণ্ঠ তাতে ডুবে যায়।

পরিতোষ। থাম, থাম। সাধুচরণ কি বলেচে সুমিত্রা?

সুমিত্রা। সাধুচরণ বলেচে, সে ছিল স্লিপিং পার্টনার। টাকা-পয়সা তুমি রাখতে, হিসেবপত্রও তুমিই দেখতে। তুমি বাড়ী করেচ, গাড়ী করেচ, বিজয়া দেবীর জন্য প্রায় লাখ টাকার গয়নাও গড়িয়ে দিয়েচ। অত টাকা তোমার পাবার কথা নয়। তুমি সরকারী টাকা চুরি করে ও-সব করেচ।

পরিতোষ। তোমার হুজুর মালেক সংবাদ-দাতা কি বলেচেন?

সুমিত্রা। বলেচেন, সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে না পারলে পুলিশ তোমাকে গ্রেপ্তার করবে।

পরিতোষ। তাই তুমি এসেচ আমাকে বাঁচাতে?

সুমিত্রা। বাঁচাতে পারব কি না জানি না, তবে চেষ্টা করে দেখতে হবে বৈকি!

পরিতোষ। তুমিই বাঁচাতে পারবে। যদি তুমি সব স্বীকার কর।

সুমিত্রা। মানে?

পরিতোষ। এই প্রথমেই ধর এ বাড়ী যে আমার নয়, তোমার চেয়ে ভালো করে তা কেউ জানে না। ভোল কেন, আমি কনট্রাক্টার, বাড়ী তৈরি করে দিয়েচি মাত্র। এখন ভাড়া দিয়ে বাস করি।

বিজয়া। তবে কি এতদিন তুমি মিথ্যে কথা বলেচ?

পরিতোষ। আজই কি প্রথম জানলে মিছে কথা বলবার অভ্যেস আমার আছে?

বিজয়া। সবই মিথ্যে?

পরিতোষ। হয়ত তাই। তাহলে বুঝলে সুমিত্রা, বাড়ী করবার টাকার জন্য আমাকে জবাবদিহি হতে হবে না।

সুমিত্রা। বাড়ীটা কার?

পরিতোষ। তোমার।

সুমিত্রা। আমার!

পরিতোষ। দুর্দ্দিনে তুমি টাকা দিয়ে আমার ব্যবসা পত্তন করে দিয়েছিলে। সুদিনে সে টাকাটা তুমি ফেরত নিলে। কিন্তু তোমার ন্যায্য পাওনা লাভের অংশ নিতে চাইলে না। তোমার প্রাপ্য সেই অংশ থেকে তোমার নামেই বাড়ী করিচি। আমি শুধু কন্ট্রাক্টার।

সুমিত্রা। আর গয়না?

পরিতোষ। স্যাকরার খাতা প্রমাণ করে দেবে গয়নাগুলো তুমিই গড়াতে দিয়েছিলে।

সুমিত্রা। তুমি কি বলচ পরিতোষ!

পরিতোষ। তোমার কিছুই মনে থাকে না। নিজের হাতের সই দেখতে পাবে প্রত্যেক বিলের নীচে। স্যাকরাত জানত আমি তোমার সরকার।

সুমিত্রা। কিন্তু আমি ত সই করিনি।

পরিতোষ। দেখলেই বুঝতে পারবে। আমি হাত বাড়িয়ে যখনই যা তোমার সামনে ধরিচি, তখনই তুমি তোমার সোনার ঝরণা কলম দিয়ে তাই সই করে দিয়েচ।

সুমিত্রা। স্যাকরার বিলে!

পরিতোষ। হ্যাঁ, স্যাকরারও বিলে!

সুমিত্রা। তুমি আমাকে অবাক করে দিলে!

পরিতোষ। এম্নি অবাক হয়েই আমার মুখের দিকে তখনো তুমি চেয়ে থাকতে, কিন্তু তোমার হাতের কলম চলত কলের মতো। বাড়ীর দলিলখানা সই আর সাক্ষী-সাবুদ দিয়ে ঠিক করে নিতে একটু যা বেগ পেতে হয়েছিল।

বিজয়া। বলতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না?

পরিতোষ। তুমি সহধর্ম্মিণী, সুমিত্রা বান্ধবী, তোমাদের কাছে বলতে লজ্জা কি!

বিজয়া। আমার আত্মহত্যা করে মরতে ইচ্ছে হচ্ছে।

পরিতোষ। তা তুমি করবে না। তুমি সুমিত্রার চেয়ে বুদ্ধিমতী, সুমিত্রার মতো বে-হিসেবী নও। কিছু না দিয়েও তুমি আমার কাছ থেকে অনেক পেয়েচ। আর সুমিত্রা অনেক দিয়েও, সর্ব্বস্ব দেবার লোভ দেখিয়েও আমার কাছ থেকে কিছুই পেলে না!

বিজয়া। তুমি ওঁকে ওঁর বাড়ী ফিরিয়ে দাও।

পরিতোষ। বলচ?

বিজয়া। হ্যাঁ, তুমি বাড়ী ফিরিয়ে দাও, আর আমি ওপর থেকে গয়নাগুলো এনে নিজের হাতে ওঁকে পরিয়ে দি।

পরিতোষ। কিন্তু সুমিত্রার দাবী যে আরো বেশী।

বিজয়া। আর কি দাবী ওঁর আছে?

পরিতোষ। সুমিত্রা আমাকেই চায়। বলে, তোমার আমার সম্বন্ধ মিথ্যে।

বিজয়া। আমিও বলি।

পরিতোষ। বলই। স্বীকার কর না।

বিজয়া। স্বীকার যে করি, আজই তার প্রমাণ দোব।

পরিতোষ। গৃহত্যাগ করে?

বিজয়া। হ্যাঁ।

পরিতোষ। এ গৃহ তোমার নয়, সুমিত্রার, তাই জেনেচ বলে?

বিজয়া। আমি ত প্রস্তুত হয়েই ছিলাম।

পরিতোষ। প্রস্তুত হয়ে ছিলে, কিন্তু বাইরে পা বাড়াতে পার নি। সঙ্কোচ ছিল, দ্বিধা ছিল,—না, না, প্রতিবাদ কোরোনা—মমত্ব বোধও ছিল। আজ যখন জানলে বাড়ী সত্যিই তোমার নয়, পয়সাও তোমার নয়, যখন শুনলে তোমার ঘৃণিত স্বামীকে সারা জীবন জেলে কাটাতে হবে……

বিজয়া। জেলে!

পরিতোষ। হ্যাঁ। নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করতে না পারলে জেল অনিবার্য্য যথন জানলে, তখন আর কিসের আশায় এই বাড়ীতে বসে থাকবে? কোন্ ভরসায় এই স্বামীকে আঁকড়ে পড়ে থাকবে পতিব্রতা পরমা সাধ্বী?

বিজয়া। জেলে তোমাকে যেতে হবে কেন?

পরিতোষ। সুমিত্রা জানে।

বিজয়া। কেন, সুমিত্রা দেবী?

সুমিত্রা। ও যে এত বড় ভিলেন হবে, আমি তা কল্পনাও করতে পারি নি।

পরিতোষ। কিন্তু এই ভিলেনীতে দীক্ষা দিয়েচ তুমিই!

সুমিত্রা। আমি!

পরিতোষ। তোমার প্রচ্ছন্ন বাসনা পূর্ণ হবে জেনে যুদ্ধের বাজারে চোরাকারবার করবার জন্যে তুমি তোমার মাসির টাকা আমার হাতে

তুলে দিয়েছিলে। প্রথম যেদিন লাভ করলাম, সেইদিনই বুঝলাম কাঞ্চন কি আকর্ষণের বস্তু! তার ওপর ব্যবসা সম্পর্কে অবিরাম যখন তোমাকে পাশে পাশেই পেতে লাগলাম, তখন বুঝলাম কাঞ্চন সহযোগে কামিনী কি মোহিনীই হতে পারে!

বিজয়া। তুমি সুমিত্রা দেবীকে কেন বিয়ে করলে না?

পরিতোষ। তাই করব ভেবেছিলাম।

বিজয়া। যদি করতে দুজনাই সুখী হতে।

পরিতোষ। হতাম। কিন্তু তখন ওঁর বেনামীতে সম্পত্তি করে আইনের চোখে ধুলো দিতে পারতাম না। তাই ভাবলাম ওর চোখে ধুলো দিয়েই কাজ গুছিয়ে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। সেই জন্যে ওকে দেখালাম ভালবাসা আর তোমাকে করলাম বিয়ে।

সুমিত্রা। আমি চল্লাম।

বিজয়া। না, না, একটুখানি অপেক্ষা করুন।

বলিয়া বিজয়া দ্রুত ভিতরের দিকে চলিয়া গেল

পরিতোষ। বিজয়া অনুরোধ না করলেও অপেক্ষা তোমাকে করতেই হোতো।

সুমিত্রা। কেন?

পরিতোষ। তুমি যে ছুটে এলে আমাকে বাঁচাতে। পুলিশ এখুনি আসবে বল্লে।

সুমিত্রা। এখুনি না এলেও আসবে ঠিকই।

পরিতোষ। তাহলে আমাকেও তোমায় বাঁচাতে হবে ঠিকই!

সুমিত্রা। বাঁচবার ব্যবস্থা ত তুমি নিজেই করে রেখেচ।

পরিতোষ। কিছুই ত করি নি!

সুমিত্রা। এই যে এতক্ষণ বল্লে।

পরিতোষ। যা করতে হবে তাই বল্লাম।

সুমিত্রা। আশ্চর্য্য!

পরিতোষ। এ'কদিন মাথা ঘামিয়ে ঘামিয়ে ঠিক করলাম ডিফেন্স কি নিতে হবে। সাধুচরণ যেদিন শাসিয়ে গেছে, সেইদিন থেকেই আমি তৈরী হচ্ছি। তোমায় দেখাচ্ছি।

উঠিয়া ড্রয়ার খুলিয়া একটা ফাইল বাহির করিয়া আনিল

এই ছাখ।

ফাইল উল্টাইয়া দেখাইতে লাগিল

সুমিত্রা। এ সব কি!

পরিতোষ। বাড়ীর দলীল-পত্র, ডকুমেণ্টেস···স্যাকরার হিসেব··· রসিদ···

সুমিত্রা। কই, আমার ত সই নেই?

পরিতোষ। সই দাও!

সুমিত্রা। মানে?

পরিতোষ। আমাকে বাঁচাতে ছুটে এসেচ, সই দেবে বৈ কি!

সুমিত্রা। এই যে তুমি বল্লে, আমার সই রয়েচে।

পরিতোষ। সে বলেছিলাম আদালতে যা বলব তাই। জানতাম তুমি সই দেবেই। তারিখ-টারিখ সবই ঠিক আছে। তোমার ছোট্ট সেই ঝরণা কলমটা বার কর সুমিত্রা।

সুমিত্রা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল

অমন করে কি দেখচ?

সুমিত্রা। তোমাকে! দেখচি আর ভাবচি কী অনায়াসেই না অজস্র মিথ্যা কথা তুমি বলতে পার।

পরিতোষ। ছাখ প্রথমে প্রেম করিচি, তারপর করিচি ব্যবসা।

হুয়েতেই অনর্গল মিছে কথা বলতে হয়। নইলে কোনটাতেই সফল হওয়া যায় না।

সুমিত্রা। তোমার কি ধারণা প্রেমেও তুমি সফল হয়েচ?

পরিতোষ। হয়েচি যে, তার প্রমাণ তুমি। রাগ করে চলেও গেছ, আবার বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্য ছুটেও এসেচ।

সুমিত্রা। তোমার প্রেমের আকর্ষণে আসি নি।

পরিতোষ। তবে কি জীবে দয়া দেখাতে এসেচ? তাই এসে থাক যদি, দয়া করে সই দাও।

সুমিত্রা। আমি সই দোব না।

পরিতোষ। তাহলে আমাকে বাঁচাতে চাও না তুমি?

সুমিত্রা। এত মিথ্যাচার আমি সইতে পারব না।

পরিতোষ। শোন, এক সময়ে তোমাতে আমাতে মিথ্যের কত বড় একটা রাজ্য গড়ে তুলেছিলাম। জীবনের যা কিছু আনন্দ, যা কিছু আরাম আমরা পেয়েছিলাম, সে সেই মিথ্যের মোহেই মজে থেকে। আজও আমরা যখনই আরাম পেতে চাই, তখন অতীতের সেই মিথ্যের দিকেই চেয়ে দেখি। তা মিথ্যের পাহাড় জেনেও তাকে তুচ্ছও করি না, ভুলতেও চাই না। চাই কি?

সুমিত্রা। আমি চাই। আর আমি ভুলিচিও।

পরিতোষ। এই ছাখ, তুমিও মিছে কথা বল্লে।

সুমিত্রা। না। তোমাকে বলবার সময় পাই নি, আমি বিয়ে করচি!

পরিতোষ। বিয়ে করচ!

সুমিত্রা। আজই।

পরিতোষ। হয়ত করচ। যেমন আমি বিয়ে করেছিলাম বিজয়াকে।

সুমিত্রা। না, এতে মিথ্যে নেই।

পরিতোষ। না থাকলে কথাটা এতক্ষণ গোপন রাখতে পারতে না।

সুমিত্রা। তোমার বিপদের খবর এনেচি বলেই বিয়ের কথাটা এতক্ষণ বলতে বাধছিল।

পরিতোষ। আর বিপদ যদি সত্যিই এসে পড়ে, বিয়েও তোমার করা হবে না।

সুমিত্রা। কেন?

পরিতোষ। আমার জেলের পোষাক পরা মূর্ত্তিখানি মুহূর্ত্তের জন্যও তুমি ভুলতে পারবে না। যতদিন আমি জেলে থাকব, আমি জানি, আমারই মুক্তি প্রতীক্ষায় একটি একটি করে তুমি দিন গুণবে।

সুমিত্রা। নিজের আকর্ষণী শক্তি সম্বন্ধে দেখতে পাচ্ছি খুবই উচ্চ ধারণা তোমার।

পরিতোষ। না। তোমারই চরিত্র সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করি বলেই একথা বলচি। প্রতিবাদ কোরো না। তুমি যে কি অসাধারণ, তা জানি বলেই ত তোমার কাছে নানা অপরাধ করেও তোমার সাহায্যের আশা রাখি, মার্জ্জনার ভরসা রাখি। এর মাঝে এতটুকু মিথ্যে নেই।

সুমিত্রা। তাও আমি বিশ্বাস করি না।

পরিতোষ। বিজয়ার ওপর আমার কর্ত্তব্য রয়েচে। কিন্তু সেই কর্ত্তব্যের চেয়েও তোমার আমার অবিচ্ছিন্ন প্রীতিকেই আমি বড় মনে করি। আর সত্যিই তা বড়। নইলে নানা অবস্থার ভিতরে পড়েও আমাদের প্রীতি অবিচ্ছিন্ন থাকতে পারত না।

সুমিত্রা। না, না, তা নেই! আমি বলচি আমাদের মাঝে এতটুকুও প্রীতি আর নেই। নিশ্চয় করে তা না জানলে আমি বিয়ের প্রস্তাবে সম্মতি দিতাম না।

পরিতোষ। বিয়েতেই বোঝা-পড়া শেষ হয় না সুমিত্রা, শুধু শুরু হয়।

বিজয়া উত্তেজিত ভাবে অগ্রসর হইল

বিজয়া। ওগো, গয়নার বাক্সটা খুঁজে পেলাম না!

পরিতোষ। তাতে ত তোমার অমন উত্তেজিত হবার কথা নয়।

বিজয়া। নয় কি বলচ!

পরিতোষ। তুমি ত সব ছেড়ে-কেটে দেশ-সেবায় নামবে ঠিক করেচ।

বিজয়া। তাই বলে সুমিত্রা দেবীর অত টাকার গয়না!

পরিতোষ। তার জন্যে তুমি ভেবো না।

বিজয়া। তাহলে বাড়ীতে চুরিই হয়েচে।

পরিতোষ। না, না চুরি হবে কেন?

বিজয়া। নিশ্চয় হয়েচে। তখন বাড়ীর দলীল পাওয়া গেল না……

সুমিত্রা। বাড়ীর দলীল ত এই ফাইলেই রয়েচে।

ফাইলটা পরিতোষের হাত হইতে লইল। উল্টাইয়া পাল্টাইয়া

এই দেখুন বিজয়া দেবী, বাড়ীর দলীল।

পরিতোষ। আর তারই পরে এই ত্যাখ বিজয়া, যে সর্ত্তে সুমিত্রা আমাকে বাড়ী তৈরি করবার কনট্রাক্ট দিয়েছিল তাই।

বিজয়া। কিন্তু গয়নাগুলো ত ওই ফাইলে পাওয়া যাবে না।

পরিতোষ। না, তা যাবে না।

বিজয়া। তবে?

পরিতোষ। ফাইলে গয়না পাওয়া যাবে না, তবে সেফ্‌টীভল্টে সেগুলো যে সুমিত্রার নামেই জমা দেওয়া হয়েচে, তার প্রমাণ বহন করে যে রসিদ, তা এই ফাইলেই পাওয়া যাবে।

ফাইল উল্টাইয়া

এই সেই রসিদ। দুজনাই দেখে নাও।

বিজয়া। বাঁচলাম।

পরিতোষ। নিজের হাতে বিয়ের দিনে সুমিত্রার গায়ে পরিয়ে দিতে পারলে না বলে তোমার আফ্‌শোষ হবে। কিন্তু কি করব, আগে ত জানতাম না। তাই এনে রাখতে পারি নি।

বিজয়া। বিয়ের দিনে বলচ কি ?

পরিতোষ। আজ সুমিত্রার বিয়ে।

বিজয়া। সত্যি সুমিত্রা দেবী ?

সুমিত্রা। তাই হবার কথা আছে।

বাইরের দুয়ারে করাঘাত হইল

বিজয়া। কে যেন আসচে।

পরিতোষ। হয়ত বরই এলেন কনের খোঁজে।

সুমিত্রা। পুলিশ নয় ত!

পরিতোষ। কলমটা বার করে চট করে সবগুলো সই করে ফেল।

সুমিত্রা। কি হবে সই করে ?

পরিতোষ। আমাকে জেল থেকে বাঁচাতে পারবে।

আবার দুয়ারে করাঘাত হইল

দেরি কোরো না সুমিত্রা।

পরিতোষ। এইখানে আগে সই দাও।

সুমিত্রা ঘুরিয়া তাহার দিকে চাহিল

এইখানে।

সুমিত্রা সই দিল। দুয়ারে আবার আঘাত হইল

পরিতোষ। কিপ্‌ দেম এন্‌গেজড্‌ বিজয়া।

বিজয়া দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইল

এইখানটায়।

সুমিত্রা সই করিল। বিজয়া ফিরিয়া আসিল

বিজয়া। কি বলব ওদের ?

দুয়ারে আবার আঘাত হইল

পরিতোষ। এনিথিং ইউ মে আটার। এই বিলটায়।

বিজয়া দুয়ারের কাছে গেল

এইটায় সুমিত্রা।

সুমিত্রা সই করিল

বিজয়া। কে !

শশাঙ্ক। আমি শশাঙ্ক।

পরিতোষ ও সুমিত্রা পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল

পরিতোষ। শুরু যা করেচ, তা শেষ করে দাও। শশাঙ্ককে আসতে দাও বিজয়া।

বিজয়া দোর খুলিল

শশাঙ্ক। দিনে দুপুরে দোর বন্ধ অথচ ঘরে তিনজনই রয়েচেন।

পরিতোষ। টু ইজ কোম্পানি বাট থ্রি ইজ নান্ শশাঙ্ক। অফার হিম এ সিট বিজয়া।

বিজয়া। বসুন।

শশাঙ্ক আর বিজয়া বসিল

শশাঙ্ক। কিন্তু আপনারা ত তৈরী হননি। সময় বেশী নেই বিজয়া দেবী।

বিজয়া। তৈরি হব! কিসের জন্য ?

শশাঙ্ক। কেন, সুমিত্রা বলেনি ? সুমিত্রা!

পরিতোষ। দু' মিনিট শশাঙ্ক। এইখানে একটা সই দিলেই শেষ, সুমিত্রা।

সুমিত্রা সই করিতে লাগিল

শশাঙ্ক। এখনো বিজিনেস! আপনি তৈরি হয়ে আসুন বিজয়া দেবী।

পরিতোষ। থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ সুমিত্রা।

উঠিয়া ফাইলখানা দেখিতে দেখিতে ড্রয়ারের কাছে গেল এবং ফাইলখানা ড্রয়ারে রাখিয়া ফিরিয়া আসিতে আসিতে কহিল

তারপর শশাঙ্ক, ডাকাত-পড়া সোর-গোল তুলেচ কেন বলত?

শশাঙ্ক। আরে সুমিত্রা যে তোমাদের কিছুই বলেনি তা কেমন করে জানব।

পরিতোষ। সুমিত্রা বলেনি তুমিই বল।

শশাঙ্ক। আজ যে বিয়ে!

পরিতোষ। তোমারো!

শশাঙ্ক। সুমিত্রারও।

পরিতোষ। সুমিত্রা তার নিজের বিয়ের কথা বলেছিল, কিন্তু তোমার···

শশাঙ্ক। আমার সঙ্গেই ত ওর বিয়ে হবে।

পরিতোষ। য়্যবসার্ড!

শশাঙ্ক। আরে! সত্যিই তাই। বিশ্বাস কর।

পরিতোষ। সুমিত্রার এখন বিয়ে করবার সময় নেই, তাকে পরোপকার করতে হবে।

শশাঙ্ক। মানে?

পরিতোষ। বলনা সুমিত্রা।

সুমিত্রা। পরিতোষ সত্যি কথাই বলেচে শশাঙ্ক, বিয়ে এখন হতে পারে না।

শশাঙ্ক। এখন হবার ত কথা নয়, রাত ন'টায় লগ্ন।

সুমিত্রা। তখনো সম্ভব নয়।

শশাঙ্ক। বেশত কালই হবে তাহলে।

সুমিত্রা। কালও নয়, কোন কালেই তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে না।

শশাঙ্ক। সেকি! তুমি নিজে কথা দিলে বলেই ত…

পরিতোষ। বিস্মিত হয়োনা শশাঙ্ক, রিমেম্বার, দেয়ার ইজ মেনি এ স্লিপ বিটুইন দি কাপ য়্যাণ্ড দি লিপস!

তৃতীয় অঙ্ক

পরিতোষের সেই ঘর। পরিতোষ দ্রুত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পরিতোষ স্থির হইয়া দাঁড়াইল। কহিল :

পরিতোষ। আসুন মহিমবাবু। বসুন।

মহিম বসিল। পরিতোষ সিগ্রেটের টিন আগাইয়া দিল

মহিম। থ্যাঙ্কস।

সিগ্রেট ধরাইয়া মহিম নিশ্চিন্তে টানিতে লাগিল

পরিতোষ। তারপর বলুন, আমার কেসটার কতদূর কি করলেন?

মহিম। সুরাহা কিছুই করে উঠতে পারিনি। A difficult case …very difficult.

পরিতোষ। কিন্তু টাকাও ত আপনাকে কম দিই নি।

মহিম। দিয়েচেন বৈকি! সে টাকা একার পক্ষে অনেক, কিন্তু দশজনকে ভাগ দিতে হলে বখরা কি দাঁড়ায় তা হয়ত আঁক কষে আপনাকে বুঝিয়ে দিতে হবে না।

পরিতোষ। তা হবে না।

মহিম। আমি কষে দেখলাম আরো হাজার বিশেক না হলে caseটা হাস্-আপ করা যাবে না।

পরিতোষ। অত টাকা দিয়ে মামলা বাঁচাতে হবে?

মহিম। তার বেশী লাগবে না।

পরিতোষ। আর মামলা যদি হয়?

মহিম। একটা স্ক্যাণ্ডাল।

পরিতোষ। সেটা তেমন কিছু নয়, ব্ল্যাক মার্কেটিয়ারদের গণ্ডারের চামড়া। আচ্ছা, অপরাধ প্রমাণিত হলে সাজা কি রকম হতে পারে বলুন ত!

মহিম। কমসে কম পাঁচ বছর আর, আই।

পরিতোষ। পাঁচবছর আর, আই! রিগারাস ইম্প্রিজ্‌নমেণ্ট পাঁচবছর!

পরিতোষ বসিয়া পড়িল

মহিম। তার কম ত কোন মতেই নয়।

পরিতোষ। আই সি।

সিগ্রেট ধরাইয়া টানিতে লাগিল

মহিম। কি ভাবচেন বলুন ত?

পরিতোষ। হিসেব করে দেখছি জেলারকে কত টাকা ঘুস দিলে পাঁচ বছর সে আমাকে রাজার হালে রাখতে পারে।

মহিম। বলেন কি!

পরিতোষ। আপনাদের বারো ভূতকে না খাইয়ে একা জেলারকে কিছু দিলে যদি রাজার হালে জেলে থাকা যায়, মন্দ কি! In that case I will plead guilty.

মহিম। এই রকম হিসেব করেই কি আপনি সব কাজ করেন?

পরিতোষ। লাভ-লোকসান কষে না দেখে দুহাতে টাকা ঢেলে দেয় কে বলুন? Only fools may be willing to spend good money on bad speculation.

মহিম। But yours is blackmoney. সে ত চারিয়ে দিয়েচি, মশাই।

পরিতোষ। কাজও করবেন না, টাকাটাও মেরে দেবেন ?

মহিম। এ-সব টাকা কি কোনকালে ফেরত পাওয়া যায় ?

পরিতোষ। যায় না। না ?

মহিম। তাও কি কখনো যায় !

পরিতোষ। কিন্তু তাই ব্ল্যাক-মার্কেটিয়ারের গলায় আঙুল দিয়ে তা বার করে নেবার অধিকার আপনাদের আছে ?

মহিম। আইন সে অধিকার দিয়েচে।

পরিতোষ। কেবল ঘুষের টাকা ফিরে পাবার আইন-মাফিক অধিকার আমার নেই।

মহিম। ঘুস দেওয়াটাও বে-আইনি কিনা।

পরিতোষ। ঘুস দেওয়াটাও বে-আইনি, নেওয়াটাও বে-আইনি, আবার আইনকে ফাঁকি দেবার একমাত্র উপায় হচ্ছে বে-আইনি।

মহিম। সে-কাজগুলো লেখা-পড়া করে করা হয় না কিনা। কিন্তু ব্যবসায় খাতা-পত্তর রাখতে হয়।

পরিতোষ। সেখানেও দেখুন অনেষ্টলি খাতা-পত্তর রাখলে লাভের ননীটুকু তুলে নিয়ে খাবার জন্য খালি টোকো-ঘোল রেখে দেওয়া হয়। আমার hard-earned moneyতে আমার পুরো অধিকার থাকে না বলেই আমাকে খাতা ডুপ্লিকেট করতে হয়, underground যেতে হয়, ব্ল্যাক-মার্কেট করতে হয়। আইনের কি অপূর্ব্ব মহিমা ! মানুষের জন্যে হাজারো কুপথ খুলে দেবে, আবার মানুষ কুপথে এগিয়ে গেলে তাকে সাজা দেবার জন্যে খপ করে ধরে ফেলবে। কেবল ঘুস দিতে পারলেই মানুষ পাবে রেহাই।

মহিম। আপনার ইনকামের অংশ না নিলে ষ্টেট খরচার টাকা পাবে কোথায় ? Nation building চলবে কি করে ?

পরিতোষ। ষ্টেট তাই বলাৎকার করবে ?

মহিম। বলাৎকার ভাবলেই বলাৎকার, কিন্তু মেনে নিতে হবে প্রজার সম্মতি নিয়েই ষ্টেট ওই দাবী করে।

পরিতোষ। প্রজার সম্মতি! মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে টাকা সে উপার্জ্জন করে তার একটা মোটা অংশ সে স্বেচ্ছায় কখনো ষ্টেটকে দিতে চায় ? আইনটা তুলে দিয়ে দেখুন কেউ কাণা-কড়ি দেয় কিনা! কিন্তু ও-সব কথা থাক। আমরা যুদ্ধের সময় ব্ল্যাক মার্কেট চালিয়ে ষ্টেটকেই বাঁচিয়েচি। নইলে দেশে বিপ্লব হতো, লুটতরাজ হোতো, খুনো-খুনি হোত। আর সেই ষ্টেট বিপন্মুক্ত হয়েই আমাদের ফাঁসাবার জন্য আপনাদের নিয়োগ করেচে। আপনারা চাইছেন ঘুস। ঘুস আমি আর দেব না। জেলে যেতে হয়, তাও যাব।

মহিম। Alternative যা আছে, তাই যদি করতে রাজী থাকেন, তাহলে পুলিশ আপনার caseটা ড্রপ করতেও পারে।

পরিতোষ। Dont you talk rot, detective !

মহিম। There is much sense in what I say.

পরিতোষ। Nonsense! স্ত্রীর ওপর গোয়েন্দাগিরি করব!

মহিম। আপনার স্ত্রী পলিটিক্স করেন।

পরিতোষ। করলেনই বা।

মহিম। পুলিশ আশা করে তাঁর পলিটিক্সের ধরণটা আপনি তাদের জানাবেন।

পরিতোষ। না জানালে তাঁরা ব্ল্যাক-মার্কেটিং করবার অপরাধে আমাকে গ্রেফ্তার করবেন ?

মহিম। Exactly.

পরিতোষ। আর কিছু বলবার আছে আপনার ?

মহিম। বলবার যা ছিল, সবই ত বল্লাম।

পরিতোষ। তাহলে এবার উঠুন।

মহিম। কিন্তু কি করবেন, আজই তা জানা দরকার।

পরিতোষ। আজই দরকার কেন?

মহিম। ওয়ারেণ্ট তৈরি করতে হবে।

পরিতোষ। আমার স্ত্রীকে ধরবার জন্যে?

মহিম। দুজনকেই।

পরিতোষ। আমার অপরাধ কি তা আমি জানি, কিন্তু আমার স্ত্রীর অপরাধ?

মহিম। জানতে পারবেন। তবে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ হবে যে আপনি জেনে শুনে আপনার স্ত্রীকে subversive politicsএ সহায়তা করচেন, ব্যয় বহন করচেন।

পরিতোষ। ও। আপনি তাহলে বলতে চান—This devil of a black-marketteer is not as black as he is painted? মনুষ্যত্বের কিছুই আমাতে অবশিষ্ট নেই, শুধু দেশ-প্রেম রয়েচে! I wish you were right detettive, I wish you were right!

মহিম। আপনি ভাবুন, ভেবে দেখুন কি করবেন।

মহিম চলিয়া গেল। পরিতোষ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল

পরিতোষ। ভাববার আর কিই বা আছে।

আবার চুপ করিয়া বসিল। ধীরে ধীরে সাধুচরণ ঢুকিল

পরিতোষ। এই যে filthy mass of flesh, আবার কি মনে করে?

সাধুচরণ। মামলাটা যাতে না ওঠে তাই কর, পরিতোষ।

পরিতোষ। তুমি তাই কর না কেন?

সাধুচরণ। আমি ত চেষ্টা করবই। টাকা যা চেয়েচে তাই দিয়েচি।

পরিতোষ। তুমিও টাকা দিয়েচ?

সাধুচরণ। বিশ হাজার। তখন ওতেই রাজী হয়েছিল।

পরিতোষ। এখন? এখন কি আরো চাইছে?

সাধুচরণ। এখন টাকা চাইছে না, চাইছে একটা খবর, তোমার স্ত্রীর খবর।

পরিতোষ। আমার স্ত্রীর খবর তোমার কাছে চায় কেন? Business partnership ছিল বলে কি তারা মনে করে তোমাতে আমাতে matrimonial partnershipও রয়েচে?

সাধুচরণ। তোমার মুখে কিছুই বাধে না! একদিন তারা আমাকে বিজয়া দেবী সম্বন্ধে গোটা কয়েক কথা জানতে চাইলে। আমি বল্লাম বিজয়া দেবীকে আমি কখনো চোখেও দেখিনি। তারা বল্লে বিজয়া দেবীকে সন্দেহজনক লোকের সঙ্গে ঘোরা-ফেরা করতে দেখা গিয়েচে। তিনি কি করেন, কোথায় যান এই খবরগুলো তোমার কাছ থেকে জেনে যদি তাদের জানাই, তাহলে আমাদের বিরুদ্ধে তারা মামলা করবে না।

পরিতোষ। I see! you are the culprit!

বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ধীরে ধীরে তার সাম্‌নে দাঁড়াইল

সাধুচরণ। তুমি কি বলচ, পরিতোষ?

পরিতোষ। আমার স্ত্রী সম্বন্ধে পুলিশে খবর তাহলে তুমিই দিয়েচ!

সাধুচরণ। আমি!

পরিতোষ। হ্যাঁ, তুমিই।

সাধুচরণ। না, না, তারাই ত জানতে চাইলে।

পরিতোষ। তারা যদি আমার স্ত্রীকে সন্দেহ করত, তাহলে তোমার কাছে information চাইত না, তাদের watcher থাকে, informer থাকে।

সাধুচরণ। সে সব আমি জানব কি করে?

পরিতোষ। আমি ব্ল্যাক-মার্কেটিয়ার, তুমিও তাই, কিন্তু আমার চেয়েও নীচ, you are an informer! you are a scoundrel!

বজ্রমুষ্টিতে তার দুই কাঁধ ধরিল। বিজয়া প্রবেশ করিল

বিজয়া। একি!

সাধুচরণ। দেখুন ত বিজয়া দেবী, আপনার স্বামীর কাণ্ডটা একবার দেখুন।

বিজয়া। ছিঃ ছেড়ে দাও।

পরিতোষ। তুমি বল্লে, তাই ছেড়ে দিলাম। কিন্তু জান, ও তোমার নামে পুলিশে খবর দিয়েচে।

বিজয়া। পুলিশ ত আমাকে ভালো করেই জানে। সেই মন্বন্তরের পর থেকে মাঝে মাঝে খবরও নিয়ে যায়।

সাধুচরণ। আর ও বলে আমিই খবর দিয়েচি।

বিজয়া। না, না, তা সত্যি নয়। আপনাদের চোরা কারবারের মামলার কি হোল?

সাধুচরণ। পুলিশ মামলা করবে ঠিক করেচে। তবে ··

বিজয়া। বলুন। থামলেন কেন?

সাধুচরণ। তবে পরিতোষ যদি পুলিশকে নিয়মিত আপনার খোঁজ-খবর দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়, তাহলে চেপে যেতেও পারে।

বিজয়া। এত সহজে আপনারা রেহাই পেতে পারেন?

সাধু চরণ। পুলিশ তাই বলে।

পরিতোষ। সাধুচরণ!

সাধুচরণ। ওই দেখুন বিজয়া দেবী। মানুষ বিপদে পড়ে মাথা-ঠাণ্ডা করে পরামর্শ করে, ও তাও করবে না। প্রতি কথায় মার-মুখো হবে।

পরিতোষ। Will you get out Sadhucharan?

সাধুচরণ। ওই দেখুন বিজয়া দেবী!

বিজয়া। আপনি এখন আসুন সাধুচরণ বাবু। আমিই এমন ব্যবস্থা করে দোব, যাতে পুলিশ খুসি হয়ে আপনাদের বিরুদ্ধে মামলা করবে না।

সাধুচরণ। আপনি মহিয়সী মহিলা, খদ্দর পরেন, ফ্যান চেয়ে যারা পায়না তাদের মুখে ভাতের গরাস তুলে ধরেন, পথে মরে যারা শহর নোংরা করতে চায়, তাদের বুকে করে ওষুধ পথ্যি দেন। সেই আপনি কি আর আপনার স্বামীকে আর তার স্লিপিং পার্টনারকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচাবেন না? নিশ্চয় বাঁচাবেন!

পরিতোষ। থাম, থাম।

সাধুচরণ। চল্লাম বিজয়াদেবী। মনে রাখবেন, only a clean statement from your pretty lips will save your husband and his sleeping partner!

সাধুচরণ বাহির হইয়া গেল

পরিতোষ। Scoundrel!

পরিতোষ বসিল, বিজয়া ভিতরের দিকে আগাইয়া গেল

শোন।

বিজয়া ফিরিয়া আসিল

সত্যই কি পুলিশ মাঝে মাঝে এসে তোমার খবর নিয়ে যায়?

বিজয়া। শুধু খবর নিয়েই যায় না, ওয়াচ করে, ফলোও করে।

পরিতোষ। কেন?

বিজয়া। তারা মনে করে আমরা তাদের রাজত্ব কেড়ে নিতে চাই।

পরিতোষ। চাও নাকি?

বিজয়া। চাই। কিন্তু যে উপায়ে চাই বলে তারা মনে করে সে উপায়ে নয়।

পরিতোষ। তাহলে পুলিশ তোমার সূত্র ধরেই এখানে এসে আমার সন্ধান পেয়েচে?

বিজয়া। অসম্ভব নয়।

পরিতোষ। আমাকে বিপদে পড়তে হোলো তাহলে তোমারই জন্যে?

বিজয়া। তাও মিথ্যে নয়। আমাকে নিয়েই ত তোমার শত বিপদ।

চলিয়া যাইতেছিল

পরিতোষ। তুমি রোজ রোজ কোথায় যাও? কি কর? কাদের সঙ্গে মেশ?

বিজয়া। জেনে নিয়ে পুলিশকে বলতে চাও?

পরিতোষ। পুলিশ আমাকেও সন্দেহ করে।

বিজয়া। অত বোকা তারা নয়।

পরিতোষ। তারা বলে তোমার পলিটিক্স subversive। তার জন্যে যে টাকার তোমার দরকার হয়, তা আমিই যোগাই।

বিজয়া। তারা জানে কোন ব্ল্যাক-মার্কেটিয়ার সৎকাজে অর্থব্যয় করে না।

বিজয়া আর দেরী না করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল

পরিতোষ। স্বামীকে অত ঘৃণা কোরো না বিজয়া।

সুমিত্রা ঘরে ঢুকিল

সুমিত্রা। তোমরা কি দিন-রাতই ঝগড়া কর ?

পরিতোষ। বিয়ের এইত পরিণাম, সুমিত্রা। অনুরাগের উপসর্গ উপে যায়, পড়ে থাকে শুধু রাগ—যার ফলে হয় ঝগড়া।

সুমিত্রা। তাহলে বল, বড্ড বেঁচে গেছি বিয়ে না করে।

পরিতোষ। বোস। বড়ই বিপদে পড়িচি।

সুমিত্রা। পুলিশ কেস করবেই ?

পরিতোষ। বুঝতে পারচি না। কত রকমই ত শুনচি।

সুমিত্রা। কি শুনচ ?

পরিতোষ। একবার শুনচি তিরিশ হাজার টাকা পেলেই তারা কেস হাস্-আপ করে দেয়। আবার শুনচি স্ত্রীর ওপর, অর্থাৎ বিজয়ার ওপর গোয়েন্দাগিরি করলেই তারা আমাকে রেহাই দেয়।

সুমিত্রা। শেষের কথাটা ত বুঝতে পারলাম না।

পরিতোষ। মানে বিজয়া খদ্দর পরে তা আমরা দেখতে পাই, দেশোদ্ধারের স্বপ্ন দেখে তাও আমরা জানি, কিন্তু রীতিমত যুদ্ধ করে ইংরেজকে তাড়িয়ে দিতে চায়, তা আমরা জানতাম না।

সুমিত্রা। সে কি !

পরিতোষ। পুলিশ তাই সন্দেহ করে।

সুমিত্রা। কি সর্ব্বনাশ !

পরিতোষ। তুমি সর্ব্বনাশ বলচ, কিন্তু পুলিশ বলে তারই মাঝে রয়েচে আমার মুক্তির পথ।

সুমিত্রা। মানে ?

পরিতোষ। আমি যদি বিজয়ার কাণ্ড-কারখানা সব খোলসা করে

বলে দি, তাহলে সরকারী টাকা অবৈধ ভাবে আত্মসাৎ [illegible] যে অপরাধ করিচি তা মার্জ্জনা করবে, ব্ল্যাক-মার্কেটিংয়ের মামলাতেও আমাকে জড়াবে না।

সুমিত্রা। কি করবে তুমি ?

পরিতোষ। তুমি কি করতে বল ?

সুমিত্রা। বিজয়াদেবী বিপদে পড়েন, এমন কাজ তুমি করতে পার না।

পরিতোষ। তুমি ত পার।

সুমিত্রা। আমি!

পরিতোষ। তোমার মতে বিজয়া ত আমার কাছে মিথ্যা, তোমার কাছেও সাইফার। একদিন তুমিই বলেছিলে।

সুমিত্রা। আজ আর তা বলতে পারি না।

পরিতোষ। কেন ?

সুমিত্রা। এই মাত্র তোমার কাছে শুনলাম বিজয়াদেবী দেশের মুক্তির জন্য কঠোর সাধনা করচেন। শুনিচি তাতে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। আজ বুঝতে পারচি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করবার জন্যে সত্যিই তিনি প্রস্তুত হয়েই রয়েচেন। আমরা না জেনে, না বুঝে তাঁকে হিষ্টিরিক বলিচি, হাইপোকণ্ড্রিয়াক বলিচি, কিন্তু একবারও ভাবিনি তাঁর বাইরের রূপটাই আসল রূপ নয়। তাঁর অন্তরলোকে অধিষ্ঠিতা রয়েচেন সত্যিকারের জননী, চল্লিশকোটী সন্তানের বন্ধন-বেদনা যাঁকে ব্যাকুল করে তুলেচে।

পরিতোষ। কথাগুলো বেশ গুছিয়ে বল্লে, কিন্তু তোমার মুখ থেকে বেরুল বলে চিত্তগ্রাহী হোলো না। তাই হাত তালি দিয়ে তোমায় অভিনন্দিত করলাম না।

সুমিত্রা। তাতে কিছুই এসে যায় না।

পরিতোষ। শোন, শোন, রাগ কোরো না।

সুমিত্রা। রাগ করব কেন?

পরিতোষ। তবুও শোন।

সুমিত্রা। বল।

পরিতোষ। দেশোদ্ধার মহৎ কাজ। কিন্তু তোমার আমার সে কাজ নয় বলে, সে কাজে যারা আত্মনিয়োগ করে তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হওয়াও আমাদের কাজ নয়। তারা চলুক তাদের পথে, আমরা চলি আমাদের পথে।

সুমিত্রা। তাই যেতে যেতে তাদেরই উদ্দেশে যদি শ্রদ্ধার দুটো ফুল ফেলে যাই, তাই কি অন্যায় হবে?

পরিতোষ। হবে। তাতে কপটতা থাকবে বলে। আমরা ব্ল্যাক-মার্কেটিয়ার্স, প্রফিটিয়ার্স, এনিমিজ অব দি সোসাইটি, কিন্তু আমরা কপট নই। মহৎ কাজ করতেও পারি না, মহৎ কাজ যারা করে তাদের নিয়ে মাততেও চাই না।

সুমিত্রা। কিন্তু আমরা ত এই দেশেরই মানুষ। এ-দেশের ভালো-মন্দের সঙ্গে আমাদেরও ভালো-অভালো জড়িয়ে রয়েচে ত।

পরিতোষ। মানুষ আমরা এই দেশেরই। কিন্তু আমাদের দেশের সঙ্গে আমাদের ভালো-মন্দ জড়িয়ে নেই। না, না, বিস্ময়ের ভাণ কোরো না। ভেবে ছাখ যে যুদ্ধে আমরা টাকা করলাম, তা আমাদের প্রয়োজনে আমাদের আয়োজনে হয়নি। অথচ তারই জন্যে মন্বন্তরে মলো তিরিশ লাখ, আগষ্ট হাঙ্গামাতেও কিছু অল্প লোকের প্রাণ গেল না, জেলে পচল বহু ত্যাগী, গুণী, নায়ক, কর্মী, হঠাৎ বড়লোক হলো হাজারে হাজারে। দেশ যেখানে ছিল, সেইখানেই আছে; যেমন ছিল তেমনই আছে।

বিজয়া প্রবেশ করিল

বিজয়া। না দেশ যেমন ছিল তেমনই নেই, যেখানে ছিল সেখানেও নেই। দেশ আজ জাগ্রত, স্বাধীনতার দ্বারে উপনীত।

পরিতোষ। তাই নাকি!

বিজয়া। চোখ থাকলে দেখতে পেতে, বুদ্ধি থাকলে বুঝতে পারতে।

পরিতোষ। আচ্ছা বিজয়া, দেশ স্বাধীনতার দ্বারে উপনীত বলে মনে মনে তুমি খুসি হয়েচ?

বিজয়া। নিশ্চয়।

পরিতোষ। তবে স্বাধীনতার খোস খবরটা দিতে এতটা রোষের পরিচয় কেন দিচ্ছ? মনের আনন্দ ত ওতে প্রকাশ পায় না।

বিজয়া। তুমি যে সুমিত্রা দেবীকে ভুল বোঝাচ্ছিলে।

সুমিত্রা। ও যাই বলুক আপনি জানবেন দেশের মুক্তি-কামনা করে যারা সকল স্বার্থ ত্যাগ করেন, আমি তাদেরকে শ্রদ্ধা করি।

পরিতোষ। তোমাদের দেশ যদি মুক্তি পায় সুমিত্রা, আর সেই কারণে যদি কাউকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হয়, তাহলে চার্চিল-আইসেনহাওয়ারকে শ্রদ্ধা জানিয়ো, শ্রদ্ধা জানিয়ো মাউনব্যাটেন-ম্যাকআর্থারকে। তবে হ্যাঁ, এ দেশের কাউকে যদি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হয়তো কোরো নেতাজী সুভাষচন্দ্রের উদ্দেশে, যিনি ইংরেজের চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েচেন সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মতোই সামান্য আঘাতে ভেঙ্গে যেতে পারে। যে স্বাধীনতার দ্বারে উপনীত হয়ো বলে বিজয়া আনন্দ চেপে রাখতে পারচে না, সে স্বাধীনতা সত্যিই যদি এগিয়ে এসে থাকে, তা এসেচে নেতাজীর অনুপম অভিযানের ফলে। হিন্দু, মুসলমান, শিখকে তিনিই এক আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছিলেন,—বাঙালী, বেহারী, ওড়িয়া, মাদ্রাজী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, সিন্ধিকে একই

পতাকা হাতে দিয়ে তিনিই দিল্লীর পথে এগিয়ে এনেছিলেন—সাম্রাজ্যবাদের যে সুখ-স্বপ্নে ইংরেজ মশগুল ছিল, তিনিই কঠোর আঘাত দিয়ে সে স্বপ্নজাল ছিঁড়ে তাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন মিলিত এই জাতি যে আজাদী-অভিযান শুরু করেচে মণিপুর তার শেষ নয়, জাপানী যুদ্ধের অবসানেই তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি, দিল্লীর মসনদে যতদিন ইংরেজের রাজপ্রতিনিধি শাসকরূপে বসে থাকবে, ততদিন আজাদী-অভিযানের আহ্বানের বিরাম থাকবে না। আর সে আহ্বানে সাড়া দেবার লোকের অভাব অতঃপর ভারতবর্ষে আর থাকবে না। তাই বলছিলাম অনধিকারী তুমি আমি যদি কাউকে শ্রদ্ধা না করে থাকতে নাই পারি, তাহলে শ্রদ্ধার অপব্যয় না করে যথাস্থানেই যেন নিবেদন করি। বিজয়া শুনচে আর রাগচে, কিন্তু তুমি রেগো না সুমিত্রা।

বিজয়া। আমিও রাগিনি।

পরিতোষ। সত্যি?

বিজয়া। রাগিনি, বিস্মিত হয়েচি।

পরিতোষ। কেন? একজন ব্ল্যাক-মার্কেটিয়ারের মুখে এই সব কথা শুনে?

বিজয়া। হয়ত তাই।

পরিতোষ। Then I am not past all surgery, past all hope?

সুমিত্রা। কিন্তু আমি যদি বলি পরিতোষ নেতাজীর দিল্লী-অভিযান তোমাকে profit করবার বেশী সুযোগ করে দিয়েছে বলেই তুমি এত ভক্তি প্রকাশ করচ?

পরিতোষ। এ-কথা বিজয়ার মুখে মানায়, তোমার মুখে নয়। কারণ তুমিও speculate কর profitএর আশায়।

সুমিত্রা। করি নাকি!

পরিতোষ। দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু তা দেব না…বিজয়া রয়েচে বলে।

বিজয়া। আমি তা হলে উঠেই যাই।

পরিতোষ। না, না, বোস। তিন বন্ধুতে মিলে একটা পরামর্শ করি। নেতাজীর কথাটা তুলে ইমোশনাল হয়ে পড়েচি। মনে হচ্ছে কী হবে আর যখের মতো টাকা আগলে পড়ে থেকে। টাকাগুলো তুমি দেশের কাজেই লাগিয়ে দাও। নেবে?

বিজয়া। না।

পরিতোষ। কেন? ব্ল্যাক মার্কেটিয়ারের টাকা বলে?

বিজয়া। হ্যাঁ।

পরিতোষ। বাঙলা দেশে অগ্নি-যুগ বলে একটা যুগ ছিল। শুনেচ কখনো?

বিজয়া। শুনেচি।

পরিতোষ। শুনেচ কি তখন দেশোদ্ধারের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ডাকাতিও করা হতো।

বিজয়া। শুনিচি।

পরিতোষ। ডাকাতি করে যে টাকা সংগ্রহ করা হোতো, তা কি ব্ল্যাক-মার্কেটিয়ারের টাকার চেয়ে বেশী পবিত্র ছিল?

বিজয়া। এটা অগ্নি যুগ নয়। সে যুগের শহীদরা দেশের মানুষদের দ্বারে দ্বারে মাথা খুড়ে ফিরেচেন স্বাধীনতার জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে। দেশের মানুষ তখন সাড়া দেয়নি, সহানুভূতি জানায়নি, ভয়ে দোর বন্ধ করে দিয়েচে তাঁদের মুখের ওপর। তাই সে যুগের অগ্নি-সাধকদের টাকা যোগাড় করবার জন্য অনেক কিছুই করতে

হয়েছে। কিন্তু এ যুগে টাকার অভাবে সংগ্রাম বা সংগঠন বন্ধ হয়ে থাকে না।

পরিতোষ। ইস্। তুমি দেখছি কোন খবরই রাখ না। বড় বড় মিলওয়ালারা আর কারবারীরা—তোমাদের সংগ্রামের জন্যে, সংগঠনের জন্যে, যারা মোটা টাকা যোগান তারা যে ব্ল্যাক-মার্কেটিয়ার্স নয়, প্রফিটিয়ার্স নয়, তা জোর করে তোমরা বলতে পার ?

সুমিত্রা। আমি বলতে পারি।

পরিতোষ। তুমি!

সুমিত্রা মাথা ঝাঁকাইয়া মধুর হাসিয়া সম্মতি জানাইল

আরে তুমিও কি প্রচ্ছন্ন স্বদেশী ? Ami, I the only sinner here ?

সুমিত্রা। না, না, আমিও তোমারই দলের। কিন্তু তোমার প্রশ্নের জবাবটা আমি দিতে পারি।

পরিতোষ। দাও শুনি।

সুমিত্রা। যে মিলওয়ালা আর ক্রোড়পতি কারবারীদের তুমি ব্ল্যাক-মার্কেটিয়ার্স আর প্রফিটিয়ার্স বলে সন্দেহ করচ, আসলে তাঁরা তা নন।

পরিতোষ। তুমি জানলে কি করে ?

সুমিত্রা। তাহলে পণ্ডিত জওহরলাল তাঁদের ল্যাম্পপোষ্টে ঝুলিয়ে মারতেন।

পরিতোষ। তাঁর তাই করাই উচিত ছিল। কিন্তু-তা না করে তিনিও তাঁদেরই সহায়তা করচেন। অবশ্য নেতাজীও যাঁদের টাকা নিয়ে আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্টের ব্যয় নির্ব্বাহ করেছিলেন, তাঁরাই যে কর্ম্মকালে প্রফিটিয়ারিং করেন'নি, তাও বলা যায় না। তোমার, আমার আর বিজয়ার সব বলা-কওয়া কথার পরও মোদ্দা যা দাঁড়াচ্চে, তা এই যে no means is too mean for a noble cause, ডাকাতি করেই

হোক, কি ব্ল্যাক-মার্কেটিং বা প্রফিটীয়ারিং করেই টাকা সংগৃহীত হোক্ সৎকাজে লাগালেই তা সার্থক হয়। আমার উপার্জ্জিত টাকা আমি সৎকাজে লাগাতে চাই। বিজয়া তা কেন নেবে না?

বিজয়া। নোব না এই জন্তে যে তোমার ওই টাকার কথা যখুনি আমি ভাবি, তখুনি আমার মনে পড়ে ওই টাকা তুমি উপার্জ্জন করেছিলে লাখো লাখো মানুষের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে। তোমার এবং তোমারই মতো লোকদের লাভের লোভেই লাখো-লাখো লোক না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মোলো। তাদের অতৃপ্ত আত্মা আজও প্রতিকার চাইচে জাতির মুক্তিব্রতদের কাছে, জাতির ভাগ্য-বিধাতার কাছে। তোমাদের টাকা নিলে কেবল মৃতদেরই অপমান করা হবে না, পরাধীনতা থেকে মুক্ত করে যে দরিদ্র অসহায় মানুষদের শোচনীয় মৃত্যু থেকে চিরদিনের জন্য মুক্ত রাখবার ব্যবস্থা করা হবে, তাদেরও অপমান করা হবে।

বাহিরের দুয়ারে শব্দ হইল

মহিম। আসতে পারি কি?

পরিতোষ। কে?

মহিম প্রবেশ করিল

ও আপনি?

মহিম। আপনার সেই দশ হাজার টাকা কাজে লাগাতে পারলাম না। ফিরিয়ে দিতে এসেচি।

পরিতোষ। পুলিশের লোক আপনারা, আপনারাও কি আমার টাকা অস্পৃশ্য মনে করেন?

মহিম। মাপ করবেন আমি চেষ্টা করে দেখলাম, সুবিধা কিছু করতে পারলাম না।

পরিতোষ। বলেছিলেন না ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট থেকে আপনি special dutyতে এখানে এসেছিলেন ?

মহিম। তাই এসেচি। টাকাটা নিয়েছিলাম যেমন আপনাকে ঘুসের অপরাধে জড়াতে, তেমন পুলিশের কে কে ঘুস খাবার জন্তে উসখুস করচে, তাদেরও চিনে রাখতে। কিন্তু কাজে এগুবার আগেই সুমিত্রার সঙ্গে হঠাৎ একদিন পথে সাক্ষাৎ হোলো। সুমিত্রা আমার পিসতুত বোন। আমি কোলকাতায় এই special dutyতে এসেচি শুনে সুমিত্রা appeal করলে আপনাকে বাঁচাতে। কাজেই ব্রাইব অফার করবার চার্জ্জ আপনার বিরুদ্ধে আনবো না ওকে কথা দিলাম।

সুমিত্রা। ব্ল্যাক-মার্কেটিংয়ের চার্জ্জও যাতে না ওঠে, তোমাকে তাও করতে বলেছিলাম।

মহিম। এখানকার পুলিশে খবর নিয়ে জানলাম, তারা কেস করবেই। আরো জানলাম উনি ওঁর স্ত্রীর subversive politicsএ টাকা দিয়ে সাহায্য করেন। অবশ্য সেটা আমার দেখবার কথা নয়।

সুমিত্রা। ওর স্ত্রী বিজয়া দেবীকেও কি পুলিশ prosecute করবে ?

মহিম। আজও ভালো করে খবর নিয়ে এলাম। তোড়জোড় করছিল। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যখন ঘোষণাই করেছেন পনেরো মাসের মাঝে তারা কুইট-ইণ্ডিয়া দাবী মেনে নেবেন, তখন পুলিশ মনে করল subversive politics কেউ আর করবে না। prosecution বা detention অনাবশ্যক।

সুমিত্রা। আর পরিতোষের কি হবে ?

মহিম। ওঁকে আপাততঃ আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে।

সুমিত্রা। তোমার সঙ্গে কেন ?

মহিম। ওঁর আপত্তি থাকলে থানার ও. সি. আসবেন। তিনি আমার সঙ্গেই এই ঘরে আসতে চেয়েছিলেন। আমিই তাঁকে বাইরে রেখে এসেচি।

সুমিত্রা। তুমিই তাহলে পরিতোষকে ধরিয়ে দিলে?

পরিতোষ। তোমার মামাতো ভাই যে! মাসীর টাকা দিয়ে তুমি আমাকে এই পথে এগিয়ে দিয়েছিলে, তোমার মামার ছেলে আমাকে ধরবার ব্যবস্থা করলেন। জীবনের এক পরম শুভক্ষণে তোমাতে আমাতে দেখা হয়েছিল! কিন্তু মহিমবাবু আপনার আমন্ত্রণ আমি রক্ষা করতে পারচি না। থানায় আমি স্বেচ্ছায় যাব না। নিতে হলে রাজার পরোয়ানা দেখিয়েই নিতে হবে। দেশ এখনো স্বাধীন হয়নি।

মহিম। তবে তাই হোক্।

মহিম দুয়ারের দিকে আগাইয়া গেল

সুমিত্রা। মহিমদা!

মহিম ফিরিয়া দাঁড়াইল। সুমিত্রা তার কাছে গিয়া দাঁড়াইল

ওকে কি কোন রকমে বাঁচানো যায় না?

মহিম। অপাত্রে স্নেহ দিলে আঘাতের জন্যে তৈরী থাকতে হয়, বোন।

মহিম চলিয়া গেল। সুমিত্রা মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল

পরিতোষ। না, না, সুমিত্রা, তোমার মামার ছেলের ব্যবহারে লজ্জিত হয়ো না। তোমার মাসির টাকা যেমন অসঙ্কোচে নিয়েছিলাম, তোমার মামার ছেলের আঘাতও তেমন অসঙ্কোচেই নিলাম। তোমার কোন অপরাধ নেই। তুমি ত আমার ডিফেন্সের ব্যবস্থা পাকা করবার জন্য আমার অনুরোধে জাল দলিল-পত্রে সই সাবুদ করে দিয়েচ। ওরা আমাকে ধরে নিয়ে গেলেও বেঁধে রাখতে পারবে না।

সাধুচরণকে লইয়া থানার ও-সি এবং জনকয়েক জমাদার, পাহারাওয়ালা প্রবেশ করিল

সাধুচরণ। এই ছাখ ভাই পরিতোষ, পুলিশের এ কি অত্যাচার! আমরা অনেষ্ট বিজিনেস করেচি, চুরি ডাকাতি করিনি। ওরা তা শুনবে না, বুঝবেও না।

পরিতোষ। Stop! You filthy mass of flesh!

সাধুচরণ। কে জামীন দাঁড়াবে, কে হাজত থেকে বার করে আনবে, কে আমার ছেলে-পুলেদের দেখবে পরিতোষ?

পরিতোষ। Take him away officer, take him out of my sight.

O. C. আপনাদের দুজনকে একই যায়গায় যেতে হবে কিনা।

পরিতোষ। আগে ওকে সরিয়ে নিন, তারপর আমার সঙ্গে কথা কইবেন।

সাধুচরণ। বিজয়া দেবী!

বিজয়া। Officer!

বিজয়া উঠিয়া দাঁড়াইল

O. C. Yes, madam.

বিজয়া। আমি ওঁর স্ত্রী।

O. C.। ও। আপনিই বিজয়া দেবী; নমস্কার।

বিজয়া। আমার Politics subversive নয় তাই তাতে সাহায্য করবার অপরাধে যদি ওঁকে……

O. C. না, না, আপনার রাজনীতি নিয়ে আর আমরা মাথা ঘামাবো না।

পরিতোষ। এ সুবুদ্ধি কবে থেকে উদয় হোলো?

O. C. Since H. M. G's declaration on the 20th February last.

পরিতোষ। I see! আমাকে তবুও যেতেই হবে আপনার সঙ্গে!

O. C. তার আগে আপনার বাড়ীটা search করতে হবে। আপিসের খাতা-পত্র নেওয়া হয়েচে, এখন personal কাগজ-পত্রগুলো একবার দেখতে চাই।

পরিতোষ। সে আমি বেশ সাজিয়ে-গুছিয়েই রাখি। ওই টেবিলের টানায়ই সব পাবেন। এই চাবি।

চাবি ফেলিয়া দিল, O. C. তাই তুলিয়া লইয়া টেবিলের কাছে গিয়া ড্রয়ার খুলিতে গেল

বিজয়া, আমার আচরণ অসহ্য মনে করে তুমি আমার সঙ্গ ত্যাগ করবার কল্পনা করতে, কেবল মায়া কাটাতে পারনি বলেই এতদিন তা করনি। কিন্তু পুলিশের হ্যাঁচকাটানে মায়ার-ডোর ছিঁড়ে গেল। তোমরা এখন স্বাধীনতা পেয়েচ। এখন থেকে পুলিশের সঙ্গে য়্যাডমিনিষ্ট্রেশনে তোমাদের আর নন্‌-কো-অপারেশন নয়, কো-অপারেশন, কোলাবরেশন। আজ তোমার মুক্তি আর আমার বন্ধন।

বিজয়া মাথা নত করিল। পরিতোষ তার আসনের হাতের ওপর বসিল

না, না, চোখের জল ফেলে মনের দুর্বলতা প্রকাশ কোরো না। তোমরা যে স্বাধীনতার সৈনিক। ঘর, সংসার, স্বামী, সবই তুচ্ছ তোমাদের কাছে।

সুমিত্রা। পরিতোষ!

পরিতোষ। তুমি, সুমিত্রা, তুমি দুঃখু পাবে আমি জানি। বিজয়ার

সান্ত্বনা তার দেশ। কিন্তু তুমি ত দেশকে কখনো বড় করে ছাখনি। তোমার কল্পনা-কামনা একটি ব্যক্তিকেই কেন্দ্র করে তুমি গড়ে তুলেচ। আমি জেলে থাকলেও তোমাকে দুঃখ পেতে হবে, মুক্ত থাকলেও তাই। মনকে যদি না বদলাতে পার, সুখের সন্ধান তুমি পাবে না। জেলে ওরা আমায় পাঠাতে পারবে না, মামলা ওদের ফেঁসে যাবেই। কিন্তু তবুও তোমাকে বলি try to forget me my girl, try to forget me.

O. C. ফাইল আর খানকয়েক খাতাপত্র লইয়া আগাইয়া আসিল

O. C. এইগুলো আমাদের নিয়ে যেতে হবে।

পরিতোষ। আপনাদের কাজে লাগবে জেনেই গুছিয়ে রেখেচি।

O. C. আপনাকে এগুলোতে গোটা কয়েক সই দিতে হবে।

সুমিত্রা। কেন?

O. C. সার্চ্চ উইটনেস হিসেবে।

সুমিত্রা। আমি পারব না।

O. C. পারবেন না?

সুমিত্রা মুখে জবাব দিলনা, শুধু মাথা নাড়িয়া জানাইয়া দিল সে পারিবে না

O.C. জমাদার, সার্চ্চ উইটনেস একটা ধরে নিয়ে এসো।

জমাদার স্যালুট করিয়া বাহির হইয়া গেল

পরিতোষ। চলুন, চলুন মশাই। সার্চ্চ উইটনেসের দরকার হবে না। খাতা-পত্তর সবই যে আমার, তা আমি অস্বীকার করব না। আমার lawyerকে একটা ফোন···আচ্ছা, তাও থানা থেকেই করা যাবে'খন।

জমাদার সার্চ্চ উইটনেস লইয়া ঢুকিল

O.C. খাতাগুলো সই করিয়ে নাও।

পরিতোষ। বাইরের ঘরে নিয়ে যা করা দরকার তাই করুন গিয়ে।

O.C. বাইরেই নিয়ে যাও।

জমাদার বাহির হইয়া গেল

পরিতোষ। আপনি বুঝি আমাকে ফেলে এক পাও নড়বেন না।

O.C. I am sorry. Very sorry!

পরিতোষ। বিজয়া, আমি তাহলে চল্লাম। ঘণ্টাদুয়েকের মাঝেই ফিরে আসচি। সুমিত্রা, বাই-বাই! আসুন মশাই, আসুন।

তাহারা বাহির হইয়া গেল। সুমিত্রা পায়ে পায়ে দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইল। তারপর ফিরিয়া বিজয়ার কাছে গেল

সুমিত্রা। চুপ করে বসে রইলেন যে!

বিজয়া। কি করব?

সুমিত্রা। ওর জামিনের ব্যবস্থা করতে হবে।

বিজয়া। সে-সব কি করতে হয়, আমার ত জানা নেই।

সুমিত্রা। ওর lawyerএর নাম ঠিকানা আমায় দিন।

বিজয়া। তাও আমি জানি না।

সুমিত্রা। জামিনের ব্যবস্থা না হলে ওকে ত তারা ছেড়ে দেবে না।

বিজয়া। উনিই ত ওঁর উকিলকে ফোনে জানাবেন বলে গেলেন।

সুমিত্রা। আপনি এমন সহজ ভাবে কথা কইতে পারচেন!

বিজয়া। তাতে আপনি এত চঞ্চল হচ্ছেন কেন?

সুমিত্রা। হব না? ওর যদি জেল হয়?

বিজয়া। হয় যদি, আপনি আমি বাধা দিতে পারব না।

সুমিত্রা। জেলের কষ্ট ও-ত সইতে পারবে না।

বিজয়া। বসুন সুমিত্রা দেবী, আমার পাশে এসে বসুন।

সুমিত্রা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহার পাশে বসিল। বিজয়া সুমিত্রার একখানি হাত তার হাতে নিল

দেখুন, আর কোন স্ত্রী তার স্বামী সম্বন্ধে আপনার এই আকুলি-বিকুলি দেখলে খুবই রেগে যেত। কিন্তু আমার রাগ হচ্ছে না। আপনি ওর জন্তে অনেক করেচেন……

সুমিত্রা। আমার কথা থাক, ওর কথা বলুন। ওকে যে ধরে নিয়ে গেল।

বিজয়া। আমাকে ধ'রে নিয়ে গেলেও চুপ করেই থাকতাম, ওকে ধরে নিয়ে গেল দেখেও তাই চুপ করেই রয়েচি।

সুমিত্রা। কিন্তু ওকে যদি জেলে পূরে দেয়!

বিজয়া। জেলে একদিন ওরা আমাকেও পূরে দিয়েছিল, আবার ছেড়েও দিল। ওকে যদি জেলে দেয়, জানব একদিনত ছেড়ে দেবেই। ওর তাতেই ভালো হবে।

সুমিত্রা লাফাইয়া উঠিয়া কহিল

সুমিত্রা। আপনি বলচেন এই কথা! আপনি ওর স্ত্রী!

বিজয়া। বসুন, বসুন। আমার কথাগুলো শুনুন আগে। তারপর ঘৃণা করবেন।

সুমিত্রা বসিল

বিজয়া। শুনুন। ও যে অপরাধ করেচে, তা একটা চোরের অপরাধের চেয়ে, একটা খুনের অপরাধের চেয়েও অনেক বড় অপরাধ। আপনি চোখে দেখেন নি, কিন্তু ফুটপাথে শবের পর শব স্তূপাকৃত হয়েচে আর ওর সিন্ধুকে কারেন্সী-নোট থাকে থাকে উঁচু হয়ে উঠেচে। ওই টাকার ওপর ওর যদি অত লোভ না থাকত, তাহলে ওর সাহায্যে আমি অনেক লোককে বাঁচাতে পারতাম। ও যে আমাকে ভালোবাসে না

বলেই সাহায্য করেনি তা নয়, আমার চেয়েও টাকাকে [illegible] ভালো-বাসে বলেই আমার আবেদনেও ও টাকা ছাড়তে পারে নি। টাকার চেয়ে আপনাকেও যদি বেশী ভালো বাসত, তাহলে আমার যায়গায় আপনারই স্থান হোতো। তা না হবার কারণ এই যে আপনার চেয়ে, আমার চেয়ে, সুখের চেয়ে, স্বস্তির চেয়েও ও টাকাকেই ভালোবেসেচে। এ-রকম লোক সংখ্যায় বৃদ্ধি পেলে সমাজের ভালো হয় না। তাই তাদের সমাজের শত্রু বলা হয়। শুধু যে দুর্ভিক্ষের সময়, যুদ্ধের সময়েই তারা শত্রুতা করেচে, তা নয়, কালোটাকার মালিকরা এখনো সমাজের মানুষকে স্বস্তিতে থাকতে দিচ্ছে না। খাওয়া-পরার অব্যবস্থার জন্যে মানুষকে আজ নিত্য যে দুর্ভোগ ভুগতে হচ্ছে, জাতির ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা ছেলে-মেয়েরা যে-ভাবে পেট ভরে খেতে না পেয়ে ঘরে ঘরে শুকিয়ে যাচ্চে, তা ত নিত্যই চোখের সাম্নে দেখতে পাচ্ছেন।

সুমিত্রা। তার জন্যেও কি পরিতোষ দায়ী?

বিজয়া। সব দায়িত্বই ওর ঘাড়ে চাপাতে চাইনে। তবে থা[illegible] দায়িত্ব যে আছে তাই বা অস্বীকার করি কেমন করে? ওর জেল হয়, তাহলে ওযে টাকার লোভে ছুটো-ছুটি করতে বাধা পা[illegible] তাই নয়—ওর সমস্ত কালো টাকা বাজেয়াপ্ত হবে, মানুষের কঙ্ক[illegible] গড়া এই বাড়ীখানাও ওর থাকবে না। জেলে বসে ও ভাববার অব[illegible] পাবে ও কী অপরাধ করেচে।

সুমিত্রা। জেল থেকে বেরিয়ে এসে ও দাঁড়াবে কোথায়?

বিজয়া। সেই দিনের অপেক্ষাতেই আমি বসে থাকব। দেশ ততদিনে স্বাধীন হবে। সমাজে তখন প্রয়োজন অগ্নিশুদ্ধির ফলে উজ্জ্বল, নির্ম্মল নর-নারী, অমল-সরল শিশুকুল। সেদিন সমাজে বঞ্চনা থাকবে না, শক্তিমানরা দুর্ব্বলদের শোষণ করে সম্পদ জমিয়ে তোলবার

সুযোগ পাবে না। সেদিন একটি লোকের অনাহারে মৃত্যু ঘটলে সারা দেশ কেঁপে উঠবে, একটি শিশু শুকিয়ে মায়ের কোল থেকে ঝ'রে পলে সমগ্র রাষ্ট্র টলমল করবে। ভাববেন না আপনাকে একটা কাহিনী শোনালাম, স্বপ্নে-দেখা কোন ছবি ভাষা দিয়ে এঁকে তুল্লাম। এ কাহিনী নয়, এ স্বপ্নও নয়। সত্যই দিন আগত। সেইদিন স্বামীকে পাশে রেখে নতুন করে আমি জীবন শুরু করব,—হয়ত এখানে নয়, হয়ত সুদূর কোন পল্লীতে, হয়ত কোন কুটীরে। কিন্তু এ-কথা আমি স্থির জানি সুমিত্রা দেবী, সেদিন পরবশ জাতির সকল দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পেয়ে আমাদের সেই আড়ম্বর-হীন সরল জীবন সকল দিক দিয়েই সার্থক হয়ে উঠবে।